জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

- বিপ্লবী দাওয়াত
- ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি
  - ঈমানী যোগ্যতা
  - ইসলামী যোগ্যতা
  - আমলী যোগ্যতা
- তাকওয়া ভিত্তিক সংগঠন
- নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি
- ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না
- কর্মীদের আর্থিক কুরবানীই বাইতুল মালের উৎস
- বিরোধীদের প্রতি জামায়াতের আচরণ

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১২৭৪, ৯৩৩১৫৮১

আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই

মেনিফেস্টো

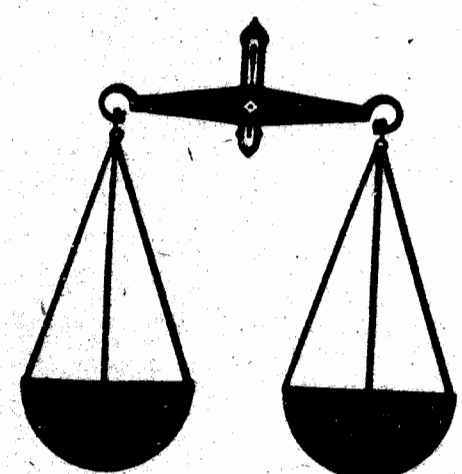

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশক
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
সেক্রেটারী জেনারেল
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশ কাল
বৈশাখ - ১৪০৩
জেলকদ - ১৪১৬
এপ্রিল - ১৯৯৬

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

পরিবেশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১২৭৪, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

মূল্য
সাদা - ৭ টাকা
নিউজ - ৫ টাকা

বিষয় সূচী

০ ভূমিকা ৪
০ সাংবিধানিক সংস্কার ৯
০ আইনগত সংস্কার ১০
০ বিচার বিভাগীয় সংস্কার ১০
০ প্রশাসনিক সংস্কার ১০
০ প্রতিরক্ষা ১২
০ আইন ও শৃঙ্খলা ১২
০ শিক্ষা সংস্কার ১৩
০ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম ১৪
০ অর্থনৈতিক সংস্কার ১৫
০ কৃষি ও কৃষক ১৭
০ ভূমি সংস্কার ১৮
০ শিল্পনীতি ১৯
০ বানিজ্য নীতি ২১
০ শ্রমিক ও শ্রমনীতি ২১
০ যোগাযোগ ও পরিবহন ২২
০ পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি ২৩
০ দূর্নীতি উচ্ছেদ ২৩
০ সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় জীবন ২৪
০ প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ ২৫
০ মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৫
০ দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা ২৬
০ পল্লী উন্নয়ন ২৬
০ চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ২৭
০ ক্রীড়া উন্নয়ন ২৮
০ নারী অধিকার ২৮
০ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ২৯
০ বৈদেশিকনীতি ৩০

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

১২ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি সম্পদশালী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশে উর্বর জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিপুল জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও এক সময়ের সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ শোষণ, নিপীড়ন এবং দুঃশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আজ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আদর্শিক দিক-দর্শনের অভাবে বাংলাদেশ একটি পশ্চাৎপদ জনপদে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীন মহলের লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা ও অতিমাত্রায় বিদেশ নির্ভরতা অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

দেশের যে জনগণের নামে বার বার আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়েছে, দল ও নেতার পরিবর্তন হয়েছে সেই জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। জনগণ যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। পাকিস্তান আমলের ২৪ বছর যেমন ২২ পরিবার এবং একটি পুঁজিপতি গোষ্ঠি দেশের গোটা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো ঠিক তেমনি একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে বাংলাদেশে। সংখ্যার দিক থেকে মাত্র কয়েক হাজার উঠতি পুঁজিপতি ও কালো টাকার মালিক গোটা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। ধনী-গরীবের বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদ-ভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং প্রধান যোগানদাতা কৃষকদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ভর্তুকি প্রত্যাহার করার কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে অনেক গুণ। সোনালী আঁশ পাট ও পাট শিল্প ধ্বংসের পথে। বস্ত্র, তাঁত ও চিনিরকলসহ মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশীয় প্রায় সব শিল্প। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে বিরাষ্ট্রীকরণ ও অর্থনৈতিক সংস্কারও সফল হয়নি।

শিল্পখাতের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পাঁচ হাজারের বেশী শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। লাখ লাখ শ্রমিক বেকার। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে চলছে ভারসাম্যহীনতা ও মুক্ত বর্ডার অর্থনীতি। বাংলাদেশকে বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিশৃংখলা ও অনিয়ম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। দেশে প্রায় তিন কোটি কর্মক্ষম মানুষ বেকার। ৭০ শতাংশ কৃষক ভূমিহীন, দারিদ্র সীমার নীচে আছে ৮৫ শতাংশ মানুষ। একটি শিশু জন্ম গ্রহণ করে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। পুষ্টিহীনতায় ভুগছে কোটি কোটি মানুষ। বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করছে লক্ষ লক্ষ বণি আদম। প্রকৃত জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার চার ভাগেরও নীচে। মাথা পিছু বার্ষিক গড় আয় প্রায় দুইশ ত্রিশ ডলার মাত্র। উন্নয়নের ঢাকঢোল দারিদ্রক্লিষ্ট দেশবাসীর জন্য নিষ্ঠুর উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস জাতির ভবিষ্যত অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় বিদ্যা চর্চার কোন পরিবেশ নেই। নারী অধিকার ও নারীদের মর্যাদা নিয়ে চিৎকার করা হলেও নারী শিক্ষা ও নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি নেই।

বিদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দুর্নীতির অভিশাপ ও নৈতিক অবক্ষয় জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ঠেলে দিচ্ছে এক অনিশ্চয়তার অন্ধকারের পথে। নারী নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণের মত অপরাধ এবং মাদকাশক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। মানুষের জানমালের কোন নিরাপত্তা নেই। প্রভাবশালী মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় মাস্তান, চাঁদাবাজ, টাউট শ্রেণীর দৌরাত্ম্য চলছে অবাধে। দেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, শিল্প ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব, বাণিজ্য ঘাটতি, বৈদেশিক ঋণের বোঝা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সর্বোপরি অসততা ও নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি দূর করে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর আত্মমর্যাদাশীল কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যে ধরনের উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, কোন সরকারই তা করতে সক্ষম হয়নি। অতীতে যাঁরাই ক্ষমতায় বসেছেন তাঁরা কেউই দেশবাসীকে একটি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ প্রশাসন উপহার দিতে পারেননি। সততা এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতার অভাবই এর মূল কারণ। বস্তুতঃ সততার লালন ও চরিত্রবান মানুষ তৈরীর কোন পরিকল্পনাই তাঁদের ছিলনা। দীর্ঘ কয়েক যুগের ইতিহাসে অনেক সরকার বদল হয়েছে, দল ও নেতার পরিবর্তন হয়েছে, শ্লোগানেরও পরিবর্তন হয়েছে অনেক; কিন্তু জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং তারা দুর্ভোগ, বঞ্চনা ও হতাশার শিকার হয়েছে বার বার।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশীদারিত্ব এবং স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য কেয়ারটেকার সরকার গঠনের প্রস্তাব করে সর্বপ্রথম। কেয়ারটেকার সরকারের

দাবী জাতীয় দাবীতে পরিণত হয় এবং জনগণের সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আন্দোলনের মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারের বিধান এখন বাংলাদেশের সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জনগণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পছন্দসই সরকার গঠন করবেন এবং সরকার পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ঐতিহ্য কায়েম হবে।

মানব রচিত আইনে যে দেশে শান্তি আসবেনা তা উন্নত দেশগুলোর অবস্থা দেখেও বুঝা যায়। দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন। আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও আল-কুরআন কোন দলের সম্পত্তি নয়। দেশের সকল দলের নেতা-নেত্রীরা আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) ও কুরআন পাকে বিশ্বাসী, তাহলে কেন দেশে আল্লাহর আইন চালু হবেনা! জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটে দেশে একটি ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়। এযাবত দেশে অনেক সরকার এসেছে। কিন্তু কোন সরকারই দেশে ইসলামী আইন চালুর চেষ্টা করেনি। ভোটারগণ জামায়াতে ইসলামীকে যদি সুযোগ দেন তাহলে জামায়াত এমন একটি সরকার গঠন করবে, যে সরকার ইংরেজের চালু করা আইনের বদলে আল্লাহর আইন চালু করবে।

জামায়াতে ইসলামী বিগত প্রায় ৪৫ বছর যাবৎ দেশ চালানোর জন্য সৎ ও যোগ্য লোক তৈরী করছে। জামায়াত এমন সরকার গঠন করতে চায়, যে সরকার কোন আধিপত্যবাদী শক্তিকে ভয় করবে না। যে সরকার সমাজে হক ও ইনসাফ কায়েম করবে। ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি বাতিল করবে। বাংলাদেশকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবে এবং এদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজার বানাতে দেবেনা। পবিত্র কুরআনের সূরায় হজ্বের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত চারদফা কর্মসূচী অনুযায়ী জামায়াত দেশবাসীকে সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করে মানুষের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করবে। জনগণের জন্য যা কিছু মঙ্গলজনক তা চালু করবে এবং যা কিছু ক্ষতিকর তা বাতিল করবে। জনগণের সেবার দায়িত্ব যাতে সৎ, যোগ্য ও ভালো লোকদের উপর অর্পিত হয় জামায়াত সেইরূপ ব্যবস্থাই কায়েম করবে। সমাজে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজীকে সমূলে উৎখাতের ব্যবস্থা করবে।

নারী নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মহিলাদের সব ধরনের শিক্ষাদান ও জাতি গঠনে পূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেবে; নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাদের যথার্থ মর্যাদার আসনে সমাসীন করবে, যৌতুক প্রথার অবসান ঘটাবে। জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করবে। পাপাচার প্রতিরোধ করে জনগণের মধ্যে ভালো কাজের প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করবে।

জামায়াত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবে এবং এ লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও বলিষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার সাথে সাথে জনসাধারণকেও জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। জামায়াত বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমমর্যাদা, কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সহ অবস্থানের নীতি অনুসরণ করবে। জামায়াত মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

জামায়াতে ইসলামীর নিকট এমন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে যাতে পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা খতম করে ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণকে দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করবে। প্রাকৃতিক সম্পদ, উর্বর জমি ও জনশক্তির সদ্ব্যবহার করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী সরকার পালন করবে এক যুগান্তকারী ভূমিকা। সকল শ্রেণী ও পেশা এবং মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-উপজাতিসহ সব মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর মেনিফেষ্টো ঘোষণা করা হলো।

এক শ্রেণীর লোক প্রচার করে থাকে যে, ইসলামী সরকার কায়েম হবার সাথে সাথেই সকল চোরের হাত কেটে দেয়া হবে এবং যিনাকারীদের পাথর মেরে হত্যা করা হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোন ইসলামী সরকার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে সমাজ থেকে অভাব দূর করার আগে চোরের হাতকাটার আইন জারী করতে পারেনা। অনুরূপভাবে সমাজ থেকে অশ্লীলতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, যা মানুষকে পাপ কাজে ঠেলে দেয়, তা বন্ধ না করে যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যার আইন বা বিধি ইসলামী সরকার কার্যকরী করে না। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূল (সাঃ) হঠাৎ করে একদিনে

ইসলামের কোন আইন জারী করেননি। আল্লাহ-তায়ালা সুদ, মদ হারাম করা সহ সকল আইন দীর্ঘ সময় নিয়ে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সাঃ) এভাবেই তা বাস্তবায়ন করেছেন। প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে জনগণকে সজাগ-সচেতন করেছেন, আল্লাহর হুকুম জানার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, যাতে মানুষ আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর শাস্তির ভয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর হুকুম পালনে এগিয়ে আসে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) সে আইন মেনে চলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বশেষে আইন জারী ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী আইন জারীর এটাই মূলনীতি। জামায়াত ইসলামী আইন জারীর ক্ষেত্রে এ মূলনীতি অনুসরণ করবে ইনশাআল্লাহ।

দেশবাসীর প্রতি আকুল আবেদন, অতীতের ক্ষমতাসীন দলগুলোর শাসন আপনারা দেখেছেন আর আপনাদের বিবেচনার জন্য জামায়াতে ইসলামীর মেনিফেস্টো পেশ করা হলো; আসন্ন নির্বাচনে দেশে একটি ইসলামী সরকার গঠনের লক্ষ্যে অতীতের পরীক্ষিত ও প্রত্যাখ্যাত দলগুলোর বদলে জামায়াতে ইসলামীকে নির্বাচিত করুন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আল্লাহ হাফিজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ; জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-জিন্দাবাদ।

বিনীত

গোলাম আযম

আমীর

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১। সাংবিধানিক সংস্কার

বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার ইসলামী গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালার আলোকে সংবিধান সংশোধন করা হবে ঃ

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে।

২। কুরআন ও সুন্নাহ্‌ই হবে প্রজাতন্ত্রের সকল আইনের উৎস।

৩। কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে।

৪। জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ কল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্নকারী ধারাসমূহ বাতিল করা হবে।

৫। বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা হবে।

৬। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার স্বার্থে সামরিক আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার অধিকার দেয়া হবে।

৭। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে এমনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে যাতে জনগণ কালো টাকা ও পেশীশক্তির পরিবর্তে সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের পছন্দসই লোকদের ভোট দিতে পারে।

৮। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা হবে যাতে কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে।

৯। নির্বাচনী আইন ও পদ্ধতিকে এমনভাবে সংশোধন ও সংস্কার করা হবে যাতে জনগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন এবং দূর্নীতিবাজ, কালোটাকার মালিক ও সমাজ বিরোধীরা কোনভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে।

১০। সংবিধানে এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে কেউ দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী এবং কারও ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করার মত কাজ করতে বা প্রচারণা চালাতে না পারে।

২। আইনগত সংস্কার

এক্ষেত্রে নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

১। ইসলামের বিধানসমূহকে রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা দেয়া হবে।

২। প্রচলিত সকল ইসলাম বিরোধী আইনকে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সংশোধন করা হবে।

৩। সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৪। ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে এমন আইন-কানুন তৈরী করা হবে যাতে ব্যাভিচার, খুন, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি, নারী পাচার, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন ও শিশু অপহরণসহ যাবতীয় পাপাচার বন্ধ হয়।

৫। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে দ্রুত ও সহজেই মামলা নিষ্পত্তি হয় এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

৩। বিচার বিভাগীয় সংস্কার

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১। নাগরিকগণ যাতে অতি সহজে এবং বিনা খরচে দ্রুত সুবিচার পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

২। মিথ্যা মামলা দায়েরকারী ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে যাতে কেউ মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সাক্ষ্যের শিকার না হয়।

৩। নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ, বদলী ও বরখাস্ত করার দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হবে।

৪। প্রশাসনিক সংস্কার

একটি বিশ্বস্ত, সৎ, যোগ্য, দায়িত্বশীল ও জওয়াবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১। সৎ লোকের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী সকল দফতর থেকে ঘুষ, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও খেয়ানত উচ্ছেদ এবং অনিয়ম দূর করা হবে।

২। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাতে তাদের কাজকর্মের জন্য জওয়াবদিহি করতে বাধ্য হন তার কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৩। সরকারী কর্মচারীদের জুলুম-পীড়ন ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ শুনা ও তার দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। সরকারের বিশেষ পেশা সংক্রান্ত দফতরসমূহের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিযুক্ত করা হবে।

৫। সরকারী কর্মচারীদের সত্যিকারভাবে জনগণের বন্ধু ও সেবক রূপে গড়ে তোলা হবে।

৬। অফিস-আদালতে বাংলাভাষা পূর্ণরূপে চালু করা হবে।

৭। গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করা হবে এবং প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব এমনভাবে বন্টন করা হবে যাতে জনসাধারণের অধিকাংশ সমস্যা স্থানীয় পর্যায়েই সমাধান করা সম্ভব হয়।

৮। ইউনিয়ন পরিষদ সহ সকল স্থানীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নাগরিক সুবিধা ও সেবার মান উন্নত করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ভাতা সম্মানজনক ভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

৯। রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল মন্ত্রীর দফতর ও বিভাগের খরচ কমানোর লক্ষ্যে সকল অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতা ও বাহুল্য ব্যয় রোধ করা হবে।

১০। কারাগার সংক্রান্ত গোলামী যুগের যাবতীয় নিয়ম-বিধিকে ইসলামী আইনের আলোকে সংশোধন এবং কারাগারগুলোকে মানসিক ও নৈতিক সংশোধনের কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

১১। সরকারী চাকুরী কাঠামো, বিধি ও প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করে একটি স্বাধীন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

৫। প্রতিরক্ষা

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজতের লক্ষ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথার্থ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা-বাহিনী গড়ে তোলা হবে।

২। সশস্ত্র বাহিনীকে জিহাদী চেতনায় এতটা উদ্বুদ্ধ করা হবে যাতে তারা দেশ ও জাতির স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়াকে দুনিয়ার ইজ্জৎ ও আখিরাতের সাফল্য মনে করে।

৩। জনগণের মধ্যে জিহাদী চেতনা জাগ্রত করা হবে যাতে তারা দেশ ও জাতির জন্য হাসিমুখে জান-মাল কুরবাণী করতে এগিয়ে আসে।

৪। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সের সকল সক্ষম নাগরিককে ন্যূনতম প্রতিরক্ষা ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

৫। প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ও উৎসাহিত করা হবে যাতে সমরাস্ত্রের ক্ষেত্রে দেশ দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

৬। আইন ও শৃঙ্খলা

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জান, মাল ও ইজ্জৎ-আব্রুর পরিপূর্ণ হেফাজতই হচ্ছে সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হবে সরকারের নীতি।

২। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বশীল সংস্থা— পুলিশ, আনসার ও ভিডিপির— শক্তি বৃদ্ধি করা হবে এবং এসব সংস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যাতে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীকে পরিণত হয়।

৩। আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষাগত ও নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমনভাবে গড়ে তোলা হবে যাতে তারা জনগণের সত্যিকার সেবক ও বন্ধুতে পরিণত হয়।

৪। জনসংখ্যার অনুপাতে থানা ও ফাঁড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং এগুলোকে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও আধুনিক উপকরণে সজ্জিত করা হবে।

৫। নৌ-পুলিশ বাহিনী গঠন এবং টহল-ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা হবে।

৬। সংস্থাসমূহের সাধারণ সদস্য এবং কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা এমনভাবে বৃদ্ধি করা হবে যাতে তারা সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং ঘুষ খেতে বাধ্য না হয়।

৭। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এ নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং অপরাধী যত বড়ই হোক আইনের শাস্তি তাকে অবশ্যই দেয়া হবে।

৮। পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আইনের শাসন কায়েম করা হবে এবং আইন কাউকে নিজের হাতে তুলে নিতে দেয়া হবে না।

৯। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চোরাচালান, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ও পাচার ইত্যাদি কঠোরভাবে দমন করা হবে।

১০। নিরপরাধ লোক যাতে অন্যায়ভাবে হয়রানির শিকার না হয় এবং শাস্তি না পায় সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৭। শিক্ষা সংস্কার

দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলার জন্য নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

১। ৫ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য ব্যাপক অভিযান চালানো হবে।

২। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।

৩। শিক্ষার ব্যয় হ্রাস ও শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করা হবে।

৪। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যাতে সাধারণ ও কর্মমূখী শিক্ষার সাথে সাথে ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৫। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে, ছোট ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

৬। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক করা হবে।

৭। মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও কারিগরী কলেজ স্থাপন করা হবে যাতে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

৮। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও একটি করে প্রাথমিক স্কুল, প্রত্যেক থানায় সরকারী মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ, প্রত্যেক জিলা সদরে কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাসহ ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হবে।

৯। 'ক্যারিয়ার' গড়ার উপর এমন গুরুত্ব আরোপ করা হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচলিত ধারার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

১০। ধর্মীয় শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং মানোন্নয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষাকে মুসলিম উম্মার আধুনিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী বানানো হবে।

১১। কওমী মাদ্রাসাসহ সকল দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথার্থ সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে এবং আলেমে দ্বীনদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হবে।

১২। কওমী মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করে তাদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগসহ তাদের জন্য উপযুক্ত কর্ম সংস্থানের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩। মসজিদগুলোকে শিক্ষা ও উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ফোরকানিয়া শিক্ষক এবং ঈমাম ও মোয়াজ্জিনদের আবাসিক ব্যবস্থাসহ তাঁদের সম্মানজনক ভাতা দেয়া হবে।

১৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার উপর আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগের যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৫। শিক্ষকদের চাকুরীর উত্তম শর্তসহ উপযুক্ত বেতন দেয়া হবে।

১৬। পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করা এবং সকল পর্যায় থেকে সেশন জট নিরসন করা হবে।

১৭। শিক্ষাঙ্গণকে সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রাস মুক্ত করে মেধা ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং চরিত্রবান ও যোগ্য নাগরিক তৈরীর পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

১৮। বাংলাভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা হবে এবং বাংলাভাষা উন্নয়নের বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৮। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম

১। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক এবং সুরুচিপূর্ণ শিল্প-কলার বিকাশ ও শিল্পীদের উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার সুযোগ দেয়া হবে।

২। রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমার মত শিক্ষা ও প্রচারের শক্তিশালী মাধ্যমকে জনগণের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও চরিত্র গঠন এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হবে।

৩। সাহিত্যকে সুস্থ ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ও মানবতার উন্নতির লক্ষ্যে সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের পথে অর্থসংকট যাতে বাধা হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৪। সৃজনশীলও রুচি সম্পন্ন পত্র-পত্রিকার প্রকাশনাকে উৎসাহিত এবং সাংবাদিকদের পেশাগত মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।

৫। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে রেখা অঁংকন, ক্যালিওগ্রাফি ও অনুরূপ শিল্প বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে।

৯। অর্থনৈতিক সংস্কার

অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য হবে দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করা। ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর এবং সকল প্রকার জুলুম-শোষণের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে নিম্ন লিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে ঃ

১। দেশের গোটা সম্পদ যাতে সুবিধাভোগী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হতে না পারে সেজন্য শোষণের প্রধান হাতিয়ার সুদ উচ্ছেদ করে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হবে।

২। যাকাত ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বিত্তবানদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বন্টন এবং দেশকে পর্যায়ক্রমে বেকারত্ব ও দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হবে।

৩। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা — পূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। বেকারদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে অথবা বেকার ভাতা দেয়া হবে।

৫। দেশের ভূমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬। অপচয়, বিলাসিতা ও অপব্যয় রোধ করে উন্নয়ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে।

৭। দেশীয় পণ্য রফতানি বৃদ্ধির উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮। বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিদেশে সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯। বিদেশে লোক পাঠানোর ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল প্রকার অনিয়ম দূর্নীতি ও জুলুমের মূলোৎপাটন করা হবে এবং বিদেশে চাকুরী প্রাপ্তদের বিদেশে যাওয়ার সুবিধার্থে সহজ কিস্তিতে সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে।

১০। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ যথাযথভাবে বিনিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। সুদ, ফটকাবাজারী, জুয়া, মাদক ব্যবসা, মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাকারবারী এবং ঘুষসহ ইসলামী শরীয়তে হারাম ঘোষিত উপার্জনের যাবতীয় পথ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করা হবে এবং হালাল রোজগারের পথ সহজ করা হবে।

১২। দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও যথার্থ বিকাশের উপযোগী আমদানিনীতি গ্রহণ করা হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস সামগ্রী আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ করা হবে।

১৩। জনগণের উপর থেকে করের বোঝা হ্রাস করা হবে। কর ব্যবস্থাপনায় বিরাজমান দূর্নীতি ও করফাঁকি রোধ করা হবে। ব্যক্তিগত আয়করের সিলিং বৃদ্ধি এবং দক্ষ করব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

১৪। সম্পদ ও আয়ের এমন সুবিচার মূলক বন্টন ব্যবস্থা কায়েম করা হবে যাতে মানুষে-মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

১৫। সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, অন্যায় ও দূর্নীতি বন্ধ করা হবে যাতে কেউ ন্যায় সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

১৬। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে মুদ্রাস্ফীতি ও কালোবাজারী রোধসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৭। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা হবে এবং অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

১৮। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের উপর থেকে বিক্রয়কর/ভ্যাট হ্রাস করা হবে।

১৯। প্রয়োজনে জাতীয় ও জনকল্যাণমূলক খাতসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হবে যাতে এসবের উপর কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

১০। কৃষি ও কৃষক

কৃষি হচ্ছে দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত, কৃষক হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভরশীল। জামায়াতে ইসলামী কৃষি ও কৃষকের উন্নতির উপর যথার্থ গুরুত্বারোপ করবে এবং নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

১। কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকী ও মূল্য সহযোগিতা (Price Support) দেয়া হবে।

২। কৃষক যাতে তাদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দাম পায় সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক কৃষি সরঞ্জাম, বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ সময়মত, স্বল্প মূল্যে এবং সহজ কিস্তিতে সরবরাহের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪। সেচযোগ্য সকল জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে এবং আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হবে।

৫। কৃষকদের ঋণের সুদ সম্পূর্ণ মওকুফ করা হবে এবং সুদমুক্ত কৃষিঋণ ও পল্লী ঋণ সহজলভ্য করা হবে।

৬। আম, কাঁঠাল, আনারস, টমেটো, পেয়ারা, পেপে, আলু, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী ইত্যাদি মূল্যবান ফল-ফসলের সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক ব্যবহার ও রপ্তানির ব্যবস্থা করা হবে।

৭। চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে কৃষিমূখী ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনসহ হাঁস-মুরগীর চাষ, গবাদি পশু পালন ও মৎস্য চাষের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হবে।

৮। অনাবাদী পতিত জমিসহ পতিত খাল-বিল, নদী-নালা ও মজা পুকুর সংস্কার করে চাষযোগ্য করার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৯। উচ্চ ফলনশীল ধান, পাট, সরিষা, গম, ডাল, রাবার ও অন্যান্য ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

১০। জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার বিস্তার রোধসহ বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, পাহাড়ী ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১১। ভূমি সংস্কার

ভূমি ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করে ভূমির মালিকানা ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ও দূর্নীতিমুক্ত ভূমি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১। ভূমির উর্বরতা, সেচসুবিধা ও অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে ভূমির শ্রেণী বিন্যাস করে খাজনার হার পুনঃনির্ধারণ এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফের সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।

২। অনাবাদী ও বন্ধ্যা জমিকে চাষযোগ্য করা হবে এবং এসব জমিসহ খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে অথবা সহজ কিস্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

৩। বর্গাচাষের ব্যাপারে ইসলামী বিধান চালু করে মালিক ও চাষীর মধ্যে ইনসাফ কায়েম করা হবে।

৪। ভূমির মালিকানা বহাল রেখে সমবায় ভিত্তিতে (Co-operative Farming), আধুনিক চাষাবাদ (Modernized Farming) ও সমবায় বাজারজাত করণকে (Co-operative Marketing) উৎসাহিত করা হবে।

৫। নদী শিকস্তী জমির খাজনা মওকুফ এবং পয়স্তী জমির উপর নদী-শিকস্তীদের মালিকানা বহাল রাখাসহ জেগে উঠা চর ও উদ্ধারকৃত জমির ইনসাফপূর্ণ বিলিবন্টনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হবে।

৬। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন মেহনতী মানুষের বসবাস ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং দুর্বিপাকে পড়ে দায়ে ঠেকে জমি বিক্রি করে কৃষকরা যাতে ভূমিহীন হয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৭। অনিবার্য জাতীয় প্রয়োজন ছাড়া অনুৎপাদনশীল কাজের জন্য উর্বর জমি যাতে হুকুম দখল করা না যায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। জমি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর ও রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিরাজমান দূর্নীতি, জটিলতা ও ব্যয় বাহুল্যের অবসান করা হবে।

১২। শিল্পনীতি

শিল্প ক্ষেত্রে বিরাজমান বন্ধ্যাত্ব ও বিশৃঙ্খলা দূর করা, শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ, দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন, বেকার সমস্যার অবসান, শিল্পে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করে সম্পদ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হবে শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য।

১। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

২। দেশের প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তি মালিকানায় জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর শিল্প-কারখানাকে জাতীয় মালিকানায় রাখা হবে।

৩। বর্তমান সরকারী মালিকানাভুক্ত শিল্প-কারখানাগুলোকে পর্যায়ক্রমে বেসরকারী মালিকানায় হস্তান্তর করা হবে, তবে এক্ষেত্রে জনসাধারণ এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সংগত স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

৪। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীসমূহের মালিকানা সর্বাধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং কোন পরিবারের সর্বোচ্চ শেয়ারের পরিমাণ আইনত নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

৫। ছোট, মাঝারি ও নতুন পুঁজি সংগঠনকারীদের বিশেষ সুবিধাসহ সুদমুক্ত পুঁজি যোগান দেয়া হবে।

৬। পুঁজিনির্ভর প্রযুক্তি যথাসম্ভব পরিহার করে শ্রমনির্ভর প্রযুক্তির ভিত্তিতে সারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হবে।

৭। হোশিয়ারী, বাঁশ, বেত, কাঠ, মৃৎ এবং অন্যান্য প্রচলিত কুটির শিল্পের উন্নয়নসহ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলা হবে।

৮। শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্প, রপ্তানি উন্নয়ন এবং কৃষিমূখী ও কৃষিনির্ভর শিল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।

৯। কুটির শিল্পজাত পণ্য বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১০। দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে কর্মমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্প-কারখানার সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

১১। শিল্প-কারখানা স্থাপনে সরকারী অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বিরাজমান জটিলতা দূর করে তাকে সহজ ও দূর্নীতি মুক্ত করা হবে।

১২। অর্থনীতি থেকে সুদ উচ্ছেদ করে পুঁজিবাজারকে (Capital Market) এমনভাবে পুনর্গঠন করা হবে যাতে বিনিয়োগ লাভজনক পেশায় পরিণত হয়।

১৩। শিল্পোৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ রপ্তানিমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

১৪। দেশজ শিল্প বিকাশ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানির উপর থেকে আমদানি কর প্রত্যাহার বা হ্রাস করা হবে।

১৫। তাঁতীদের সমস্যা দূর করা এবং তাঁত শিল্পের যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও মানোন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

১৬। সূতা, রং ইত্যাদি উপকরণ কমমূল্যে সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করা হবে।

১৭। বস্ত্র শিল্প, বিশেষ করে, তাঁত শিল্পের উপর থেকে কর প্রত্যাহার ও এক্ষেত্রে বিরাজমান সকল দূর্নীতির মুলোচ্ছেদ করা হবে।

১৮। তাঁতীদের বিনা সুদে ও সহজ কিস্তিতে পুঁজি যোগান দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

১৯। পাট শিল্পের উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ শিল্পকে লাভজনক করা হবে।

২০। পোষাক শিল্পের বাজার বৃদ্ধির পদক্ষেপসহ এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, ফরওয়ার্ড লিংকেজ ও আনুসঙ্গিক শিল্প গড়ে তোলার যথার্থ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২১। চিনি, চামড়া, লবণ, চা, বস্ত্র ও সিমেন্ট শিল্পের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া হবে যাতে এসব ক্ষেত্রে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে।

২২। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সাগর সৈকতসহ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ সংরক্ষন, সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা হবে এবং পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ—সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩। বাণিজ্যনীতি

জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রফতানি উন্নয়নই হবে বাণিজ্যনীতির প্রধান লক্ষ্য।

১। দেশের শিল্প বিকাশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মুক্তবাজার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

২। জাতীয় জীবনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও উৎপাদন উপকরণের আমদানির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে এবং রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রফতানি বোনাস প্রবর্তন করা হবে।

৩। রফতানিযোগ্য পণ্যের বাজার সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

৪। আমদানি-রফতানি বাণিজ্য সহজ ও দূর্নীতিমুক্ত করা হবে।

৫। অপ্রচলিত পণ্য (Non—Traditional Goods) রফতানির বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে।

৭। রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বিরাজমান বাণিজ্য ঘাটতির অবসান ঘটানো হবে।

১৪। শ্রমিক ও শ্রমনীতি

১। ইসলামের সুবিচারপূর্ণ বিধা এবং ILO কনভেনশনের সুপারিশের আলোকে দেশের শ্রমনীতিকে ঢেলে সাজানো হবে।

২। শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বোনাস ছাড়াও মুনাফায় শ্রমিকদের অংশ প্রদানের নীতি চালু করা হবে, যাতে শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারিত্ব ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়।

৩। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রম আদালতের এমন উন্নয়ন করা হবে যাতে যেকোন শ্রমিক অতি সহজে এবং দ্রুত সুবিচার পেতে পারে।

৪। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সামনে রেখে নিম্নতম বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হবে যাতে শ্রমিকগণ সহজেই তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৫। বেতন-ভাতার হারে বর্তমান ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা হবে।

৬। স্বল্প বেতনভোগীদের বাসস্থান, চিকিৎসা ও তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৭। শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৮। কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

৯। সকল শ্রমিক এবং স্বল্প বেতনভুক সরকারী ও আধাসরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়া হবে।

১০। কল-কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। মানব সম্পদ উন্নয়নকে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হবে এবং জনশক্তিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

১২। পুরুষ নারীর বেতন ভাতার সমতা বিধান করা হবে।

১৫। যোগাযোগ ও পরিবহণ

১। দেশের সকল অঞ্চলকে দক্ষ পরিবহন নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিরাজমান অব্যবস্থা ও দূর্নীতি দূর করা হবে।

২। বিমানকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করে দেশের সম্ভাব্য সকল অঞ্চলের সাথে বিমান যোগাযোগ চালু করার ব্যবস্থা করা হবে।

৩। রেল বিভাগকে জনগণের সর্বোচ্চ সেবাদানের নিশ্চয়তা বিধান করাসহ একে একটি দূর্নীতিমুক্ত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত এবং রেলপথের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে।

৪। জেলা থেকে থানা, থানা থেকে ইউনিয়ন ও গ্রাম এবং আন্তঃজিলা আন্তঃথানা সড়ক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে এবং এলক্ষ্যে দেশব্যাপী উন্নতমানের সড়ক, মহাসড়ক, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

৫। রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য মহানগরীতে যানজট অবসানের লক্ষ্যে নতুন সড়ক, উপ-সড়ক, বিকল্প সড়ক, আন্ডারওয়ে ও ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা করা হবে।

৬। নৌ- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নসহ ফেরী পারাপারের উন্নত ব্যবস্থা কায়েম ও এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭। নদী বন্দরসমূহের সংরক্ষণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হবে এবং নদী ও খালসমূহ যাতে সারা বছর নাব্য থাকে তার জন্য নদী ও খাল সংস্কার এবং খনন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮। ডাক ও তার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে এবং বহির্বিশ্বের সাথে টেলিফোন যোগাযোগ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বিরাজমান অব্যবস্থা, দূর্নীতি এবং অনিয়ম দূর করা হবে।

১৬। পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি

১। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণ প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

২। কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশকে সিসটেম লসের নামে দূর্নীতি ও লোড-শেডিং -এর উৎপাত থেকে মুক্ত করা হবে।

৩। আনবিক ও সোলার শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪। দেশের নদীসমূহের উজানে বাঁধ, গ্রোয়েন ইত্যাদি নির্মাণ করে যে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রতিবিধানের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫। দেশের সকল গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

৬। বন্যার ধ্বংসকারিতা হ্রাস ও শুকনো মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে নদীর তীর বরাবর সুপরিকল্পিতভাবে বাঁধ, স্লুইস গেইট এবং ছোট ছোট জলাধার নির্মাণ করা হবে।

৭। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে উপকূলীয় এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে আশ্রয় কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

৮। খাল খনন ও নদী সংস্কারের মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, বন্যার সময়ে দ্রুত পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৭। দূর্নীতি উচ্ছেদ

দূর্নীতি এক দূরারোগ্য ব্যাধি; অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হচ্ছে দূর্নীতি। জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে দূর্নীতি উপর থেকেই

নীচে চালু হয়। জাতীয় পর্যায়ে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া দূর্নীতির উচ্ছেদ অসম্ভব। জামায়াত দূর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

১। দূর্নীতি দমন বিভাগকে শক্তিশালী ও স্বাধীন করা হবে এবং একে সকল প্রভাব থেকে মুক্ত করে সত্যিকারভাবে দূর্নীতি দমনের কাজে লাগানো হবে।

২। দূর্নীতি দমন আইনকে এমনভাবে সংস্কার করা হবে যাতে কেউ আইনের উর্ধে থাকার সুযোগ না পায়।

৩। দূর্নীতির যে কোন অভিযোগ দ্রুত তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।

৪। দূর্নীতির জন্য এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে যাতে দূর্নীতির প্রবণতা বিলুপ্ত হয়।

১৮। সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় জীবন

১। ইসলামী আকীদাহ্-বিশ্বাস, হুকুম-আহ্কাম ও নৈতিকমূল্যবোধ শিক্ষার এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী অতি সহজেই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।

২। সমাজকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হবে যে, সেখানে মানুষ একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় করবে, একমাত্র আল্লাহ্রই হুকুম মেনে চলবে, আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীকে ভালবাসবে, সম্মান করবে এবং গোটা মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

৩। সালাত (নামায) কায়েম করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৪। যথাযথভাবে রোযা পালনের মাধ্যমে রমযান মাসের পবিত্রতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৫। সমাজে মসজিদের যথার্থ মর্যাদা কায়েম করা হবে এবং ইমামদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাঁদের যথার্থ মর্যাদা প্রদান করা হবে।

৬। হজ্জের জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

৭। অন্যান্য ধর্মের লোকদের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যথার্থ মর্যাদা দেয়া হবে।

৮। ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলো শরীয়তের বিধান মুতাবেক পরিচালনা করা হবে।

১৯। প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১। গ্যাস, চূনাপাথর, কঠিনশিলা, গ্লাসবালি, কয়লা, খনিজ বালি, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন, আহরণ ও সদ্ব্যবহারের পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং জোর অনুসন্ধান চালু রাখা হবে।

২। বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মৎস্য সম্পদ ও খাদ্য জাতীয় পদার্থের লালন, সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হবে।

৩। বন সম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সদ্ব্যবহার করা হবে।

৪। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ ও চিংড়ী চাষের ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৫। জেগে উঠা দ্বীপগুলোকে আবাদযোগ্য ও বাসোপযোগী করা হবে।

৬। পরিকল্পিত বনায়ন ও পশু-পাখী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে বিজ্ঞান সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০। মানব সম্পদ উন্নয়ন

দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তি ও মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিম্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

১। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগপৎ নৈতিক ও কর্মমূখী প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থাসহ তাদের প্রতিভা বিকাশের সকল সুযোগ করে দেয়া হবে।

২। অশিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত কর্মক্ষম জনশক্তিকে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতি থানায় প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং জনশক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তাসহ সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দেয়া হবে।

৩। উন্নয়ন পদ্ধতির কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে কুলি, মজুর, ক্ষেতকামলা, ভূমিহীন চাষী ও স্বল্প আয়ের লোকসহ গোটা শ্রমশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৪। সন্তোষজনক কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মেধা পাচার রোধ করা হবে।

৫। বহির্বিশ্বে জনশক্তির চাহিদা ও দেশের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান ও জনশক্তি রপ্তানির ব্যবস্থা করা হবে।

২১। দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তা

জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে যে, সুদ ও বৈষম্য মূলক বন্টন থেকেই শোষণ ও দারিদ্রের জন্ম; অপরদিকে যাকাত হচ্ছে সমৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। জামায়াতে ইসলামী দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ঃ

১। সুদ উচ্ছেদ করে সম্পদ বন্টনের সুবিচারমূলক ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা হবে।

২। সমাজের বিত্তশালী ও স্বচ্ছল লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও ওশর, সংগ্রহ করে বায়তুল মালের বিশেষ তহবিল গড়ে তোলা হবে।

৩। সমাজের দরিদ্র, অক্ষম, অন্ধ, বধির, বোবা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অচল, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য অভাবী লোকদের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত সাহায্য ও ভাতার এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে তাদের মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ না থাকে।

৪। কর্মক্ষম দরিদ্র লোকেরা যাতে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য উপযুক্ত সাহায্য দেয়া হবে।

৫। ইয়াতীম ও গরীব শিশুদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৬। শহরের বাস্তুহারা বস্তিবাসীদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন করা হবে।

৮। স্বাভাবিক আয়ের দ্বারা যাদের সংসার চলে না তাদের অবশিষ্ট প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

২২। পল্লী উন্নয়ন

দেশের ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১। গ্রামের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট ও পুল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

২। পল্লী এলাকায় শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতন প্রদান এবং প্রয়োজন অনুসারে সরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।

৩। পল্লীর ঘরে ঘরে চিকিৎসা সুবিধা পৌছানোর জন্য মেডিকেল সেন্টার, চিকিৎসক এবং বিনামূল্যে ও সুলভে ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। পল্লী এলাকায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ দেয়া হবে।

৫। পরিকল্পিত গৃহ নির্মাণ ও বসতি স্থাপনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারী অর্থানুকূল্যে পল্লী গৃহ নির্মাণ প্রকল্প চালু এবং সুদবিহীন গৃহ নির্মাণ ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

৬। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সম্ভাব্য স্থানে টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

৭। গ্রামের হাট-বাজার সংস্কার এবং সেসব স্থানে গণশৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮। পল্লীর মসজিদ সংস্কারের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ এবং মসজিদগুলোকে মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৯। পল্লী এলাকায় খেলাধূলা ও নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

১০। গ্রাম এলাকায় বেকার ও অর্ধ-বেকার যুবশক্তিকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হবে।

১১। পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় স্বনির্ভরতা অর্জনে জনগণকে উৎসাহিত করা হবে।

২৩। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

চরমভাবে উপেক্ষিত জনস্বাস্থ্য বর্তমানে এক করুণ অবস্থার সম্মুখীন। এ অবস্থা নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

১। মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে।

৩। জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৪। উন্নতমানের পয়ঃপ্রণালী চালু, পানি নিষ্কাশন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

৫। স্বাস্থ্য রক্ষা, নার্সিং, মহামারী প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয় স্কুল পাঠ্য তালিকা এবং বয়স্ক শিক্ষা পাঠ্যসূচীতে শামিল এবং জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগিয়ে তোলার সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হবে।

৬। পল্লীতে মশা নিধন ও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৮। ন্যায্য মূল্যে ওষুধ সরবরাহসহ চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি এবং জনস্বাস্থ্যে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে সত্যিকার অর্থে জনগণের সেবক রূপে গড়ে তোলা হবে।

৯। প্রতি ইউনিয়নে ক্রমান্বয়ে ডাক্তারখানা, ক্লিনিক এবং দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হবে।

১০। আয়ুর্বেদী, ইউনানী ও হোমিও হাসপাতাল স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে।

১১। পল্লীর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক তৈরী করা হবে।

২৪। ক্রীড়া উন্নয়ন

১। দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকল নাগরিকের উপযোগী সুস্থ ক্রীড়া ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

২। ষ্টেডিয়াম, খেলারমাঠ, পার্ক, শিশুপার্ক, সুইমিং পুল ইত্যাদির সংরক্ষণ সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৩। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ক্রীড়াবিদদের উন্নত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হবে।

২৫। নারী অধিকার

ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার বহাল এবং নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ঃ

১। নারীর প্রতিভা, যোগ্যতা ও প্রয়োজনানুযায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

২। ঘরে বাইরে সর্বত্র নারী নির্যাতন কঠোরভাবে দমন করা হবে।

৩। যৌতুক প্রথা বন্ধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪। নারীদের মিরাসী অধিকার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫। ট্রেন, স্টীমার, বিমান ও বাসে মহিলাদের পৃথক আসন সংরক্ষণ এবং শহরাঞ্চলে পৃথক বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

৬। ভ্রমণকালে মহিলাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা বিধান এবং পথে-ঘাটে তাদের প্রতি অশালীন আচরণকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। অসহায়, বিধবাসহ দুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

৮। নারীকে ইসলাম প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করার লক্ষ্যে পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ ও পতিতাদের সামাজিক পুনর্বাসনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৯। মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পারিবারিক কোর্ট চালু করা হবে।

১০। মহিলাগণ যাতে বাড়ীতে ও পাড়ায় থেকে রোজগার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। নারীদের শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিকা অর্জন এবং জাতি গঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ করে দেয়া হবে।

২৬। অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে ঃ

১। অমুসলিম সকল নাগরিক মুসলিমদের ন্যায় সমভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করবেন।

২। অমুসলিমদের জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং নাগরিক ও আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করা হবে।

৩। তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হবে।

৪। অমুসলিমসহ সকল উপজাতীয় অধিবাসীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার প্রতি মর্যাদা দান এবং শিক্ষা ও চাকুরীসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

২৭। বৈদেশিক নীতি

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে নিম্নরূপ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা হবে ঃ

১। বৈদেশিক নীতি ও কার্যক্রমে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো হবে।

২। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি মেনে চলা এবং এ বিষয়ে সততার দৃষ্টান্ত পেশ করা হবে।

৩। আন্তর্জাতিক সুবিচার এবং বিশ্বশান্তির পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করা হবে।

৪। সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলোর হাত থেকে বিশ্বমানবতাকে মুক্ত করা ও মুক্ত রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৫। দুনিয়ার নির্যাতিত মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা হবে।

৬। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম লোকদের নিয়োগ এবং সেখানে যাতে ইসলামী ঐতিহ্যের বিপরীত রীতিনীতি অনুসরণ করা না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

৭। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা বজায় রেখে বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

৮। সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী প্রভাব বলয় থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত রেখে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা হবে।

৯। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সমমর্যাদা রক্ষা করা, কারো আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সহ-অবস্থানের নীতি মেনে চলা হবে।

১০। ভারতের সাথে ২৫ সালা মৈত্রীচুক্তি নবায়ন করা হবে না।

১১। ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাবতীয় দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করা হবে।

১২। সমানাধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং পারস্পরিক উন্নয়নের স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

১৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে জাতিসংঘ ও এর সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংগ সংগঠন এবং ও আই সি, সার্ক, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনসহ সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় যথাযথ ভূমিকা পালন করা হবে।

১৪। মুসলিম বিশ্বের সংহতি ও উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও এর বিকাশ এবং মুসলিম জাহানকে নীতি বিবর্জিত অনৈসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির নাগপাশ থেকে মুক্তি দানের চেষ্টা চালানো হবে।

(খ) সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্যে একটি যৌথ ও সুষম নীতি গ্রহণ করা হবে।

(গ) মুসলিম দেশগুলোর আত্মনির্ভরশীলতার জন্যে যৌথ প্রচেষ্টায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

(ঙ) ইসলামী সংবাদ সংস্থা গঠন করে সঠিক তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

(চ) মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

(ছ) বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের আযাদী সংগ্রামের প্রতি বাস্তব সমর্থন দেয়া হবে।

(জ) বিভিন্ন দেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে জুলুম ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

(ঝ) বিশ্ব মুসলিম ঐক্য অর্জনের লক্ষ্যে যথার্থ ভূমিকা পালন করা হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঃ

❑ সাঁথিয়া থানা কমপ্লেক্সের উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা।

❑ সাঁথিয়া ও বেড়া থানা কেন্দ্রে কার্ডফোনের ব্যবস্থা।

❑ বেড়া থানায় ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত এবং নির্মান কাজ অচিরেই শুরু হবে।

❑ বেড়া বন্দর পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং অচিরেই বাঁধ অপসারণ করা হবে ইনশাল্লাহ্।

❑ খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা।

কর্ম সংস্থান ঃ

❑ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এলাকার বেকার যুবকদের চাকুরী সহযোগীতা।

❑ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সহযোগীতা।

জাতীয় ইস্যুতে ভূমিকা পালন ঃ

❑ সংসদে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি রোধের ক্ষেত্রে যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব সম্মত পরামর্শ প্রদান।

❑ কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান ও সুদ মুক্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা করনের প্রস্তাব উত্থাপন।

❑ তাঁতী সমাজের দুঃখ দূর্দশা তুলে ধরে এর সমাধানর জন্য বিশেষভাবে বক্তব্য প্রদান।

❑ শিক্ষা ও শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান।

❑ শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করণ, শিল্পাঞ্চলে উন্নয়ন ও উৎপাদনের বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ।

❑ ফারাক্কার অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সংসদে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহন এবং বিষয়টি জাতিসংঘের এজেন্ডাভুক্তকরণ এবং ফারাক্কা জনিত কারনে ৫০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতিপুরণ দাবী করে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য প্রস্তাব প্রদান।

❑ হার্জিঞ্জ ব্রীজের উজানে গঙ্গা বাঁধ নির্মানের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রদান।

মোঃ মাসুম হোসেন
রোল নং ১৪২

আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভূমিকা পালন ঃ

❑ বিশ্বের দেশে দেশে নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের সংসদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহনের উদ্যোগী ভূমিকা পালন ।

❑ বসনিয়ার মুসলমানদের উপর সার্বীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহনের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন।

❑ ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার বিরুদ্ধে সংসদে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহন।

❑ 'পুশ ইন', রোহিঙ্গা শরনার্থী সমস্যা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

উপরে আমার বিগত কয়েক বৎসরের কর্ম তৎপরতার যে সংক্ষিপ্ত খতিয়ান পেশ করলাম তা এলাকার প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় নগন্য। এর দ্বারা এ দাবী করবো না যে আমি সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি। এখনও অনেক কাজ বাকী। উন্নয়নের ধারা শুরু হয়েছে মাত্র। এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এজন্যে আমি আশা করবো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভিন্ন ইস্যুতে যথাযথ ভূমিকা পালনের স্বার্থে এবং আমাদের এ অবহেলিত এলাকার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা ও আরো জোরদার করার স্বার্থে এবারের নির্বাচনেও আপনারা আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের মাধ্যমে সংসদে যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে সঠিকভাবে ব্যালটের অধিকার প্রয়োগের তৌফিক দিন। আমীন ।

মতিউর রহমান নিজামী
সাবেক এম, পি, ও সংসদীয় দলনেতা
৬৮ পাবনা-১ (সাঁথিয়া ও বেড়া)

আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই
সকল হাতে কাজ চাই, সবার মুখে ভাত চাই

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু-আকবার

জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে সাঁথিয়া-বেড়া এলাকার উন্নয়নে আমার ভূমিকা এবং একটি আবেদন

মতিউর রহমান নিজামী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সাঁথিয়া-বেড়া নির্বাচনী এলাকার ভোটার ভাই ও বোনেরা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌।

আগামী ১২ই জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে দু'টো কথা আরজ করতে চাই।

বিগত সংসদ নির্বাচনে আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের অঙ্গীকার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন। এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া জানাই এবং আপনাদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। বিগত বছর গুলোতে আমি আপনাদের ভোটের মর্যাদা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের একটি বড় সমস্যা হলো প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিতদের অনেকের দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতা। যার কারনে দেশে সুষম উন্নয়ন হতে পারেনা এবং যে পরিমান টাকা খরচ হয় সে পরিমান কাজও সুষ্ঠুভাবে হয় না। আমি আপনাদের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি এবং কোরআন সুন্নাহর আলোকে চরিত্র গঠন ও ইসলামী বিধি-বিধান কায়েমের মাধ্যমে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে গোটা দেশ বিশেষ করে আমার এলাকা সাঁথিয়া বেড়ার উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার সাঁথিয়া-বেড়া এলাকা বাংলাদেশের অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকার একটি। এখানকার দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরে যথাসাধ্য তা দুর করার চেষ্টা করেছি। বিগত ৫ বৎসরে আমি যতটুকু খেদমত করতে পেরেছি তার কিছু চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি।

যোগাযোগ ঃ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাঁথিয়া-বেড়া এলাকা ছিল বাংলাদশের অন্যতম একটি অনগ্রসর ও অবহেলিত এলাকা। বিগত ৫ বৎসরে আপনাদের দোয়ায় আমার অক্লান্ত পরিশ্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

❑ বেড়া ডাকবাংলা থেকে মাধপুর পর্যন্ত ২২ কিঃ রাস্তা জেলা পরিষদ থেকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের অন্তর্ভূক্তকরন এবং ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন। ভবিষ্যতে এটি আরো উন্নত হবে।

❑ আতাইকুলা-সুজানগর রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করণ ও পাকাকরণের কাজ।

❑ ডেমরা থেকে বাঘাবাড়ী পর্যন্ত ১১ কিঃ মিঃ রাস্তা নির্মাণ।

❑ সাঁথিয়া থেকে ধুলাউড়ি পর্যন্ত ১১ কিঃ মিঃ রাস্তা পাকাকরণের কাজ চলছে।

❑ সাঁথিয়া থেকে ২৪ মাইল পর্যন্ত রাস্তাটি পাকাকরণ প্রক্রিয়াধীন।

❑ গ্রোথ সেন্টার হিসাবে মেওয়াপুর বনগ্রাম হাটের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির সূত্রধরে বনগ্রাম-কোনাবাড়ীয়া রাস্তাটি নির্মাণ (পাকাকরণ) প্রক্রিয়াধীন।

❑ বেড়া থেকে পেচাকোলা রাস্তাটি পাকাকরণ প্রক্রিয়াধীন।

❑ H. B. B রাস্তা-তেবাড়ীয়া থেকে স্বরগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত।

❑ সাঁথিয়া ২৪ মাইলের দিকে ৪ কিঃ মিঃ রাস্তা H. B. B এর কাজ হয়েছে। বাকীটা অচিরেই সমাপ্ত হবে।

❑ সাঁথিয়া থেকে পুন্ডুরিয়া রাস্তা পাকা আফ্রা পর্যন্ত H. B. B কাজ সম্পন্ন হয়েছ।

❑ আরো ৪ টি রাস্তা H. B. B কাজ সম্পন্ন।

এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নের অসংখ্য কাঁচা রাস্তার কাজ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচী ও বিশেষ প্রকল্পের আওতায় তৈরী করা হয়েছে (১৩২ টি)

ব্রীজ ও কালভার্ট ঃ

❑ হেংগুয়া-যশদিয়া মৌজার পূর্বপার্শ্বে ৪০'-০" ফুট ব্রীজ নির্মাণ।

❑ হেংগুয়া নইমের বাড়ীর নিকট ৪০'-০" ব্রীজ নির্মাণ।

❑ আতাইকুলা-ডেমরা রাস্তায় গয়েসবাড়ী হইতে পুরুলিয়া পর্যন্ত রাস্তায় ৩৮-০ মিঃ স্প্যান আর সিসি ব্রীজ নির্মান।

❑ চিনাখড়া-সাঁথিয়া রাস্তায় ক্ষেতুপাড়া গ্রামে ইসমাইল এর বাড়ীর নিকট ৩৪-০ মিঃ স্প্যান আর সিসি ব্রীজ নির্মান।

❑ সাঁথিয়া-২৪ মাইর রাস্তার কল্যাণপুর ৩৯.০০ মিঃ ব্রিজ নির্মান কাজ চলছে।

এছাড়া বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ স্থানে ব্রীজ নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

❑ কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত হয়েছে প্রায় ১০০ টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ঃ

❑ সাঁথিয়া ডিগ্রী কলেজ বিল্ডিং তিন তলা করণ, বিজ্ঞান সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সহ ৪০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ কাশীনাথপুর ডিগ্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য ২৫ লক্ষ টাকার কাজ শুরু হয়েছে।

❑ আতাইকুলা কলেজটি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্য প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত প্রকল্পের আওতায় তিনতলা বিল্ডিং, বিজ্ঞান সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ অচিরেই শুরু হবে।

❑ ২টি কলেজ মঞ্জুরী, অনুদান চালু এবং শিক্ষক ভাতা চালুর ব্যাপারে সহযোগীতা করা হয়েছে।

স্কুল/মাদ্রাসা উন্নয়ন ঃ

❑ ১৯ টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসার প্রতিটিতে ৮ লক্ষাধিক টাকার উন্নয়নমূলক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সাঁথিয়া থানার ৩৭ টি সহ ৪০ টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকার উন্নয়নমূলক কাজ।

❑ ৪০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃ নির্মাণ।

❑ প্রায় ৬০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।

❑ বেড়া পৌর এলাকায় ২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় টাউন স্কুল হিসাবে উন্নীত হয়েছে এবং আরো ২টি টাউন স্কুল হিসাবে উন্নয়নের কাজ অচিরেই সম্পন্ন হবে।

❑ অসংখ্য স্কুল ও মাদ্রাসার মঞ্জুরী, অনুদান ও শিক্ষক ভাতা চালুর ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা হয়েছে।

মসজিদ নির্মান/সংস্কার ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন

❑ এ পর্যন্ত সরকারী বেসকারী সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় দুই শতাধিক মসজিদে আর্থিক অনুদান প্রদান।

❑ কয়েকটি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৭ টি নতুন মসজিদ এবং ৭ টি অজুখানা নির্মাণ।

❑ অধিকাংশ মসজিদে সম্ভাব্য সহযোগীতা করা হয়েছে।

❑ অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ে সরকারী অনুদান প্রদান ও সম্ভাব্য সহযোগীতা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা ঃ

❑ সাঁথিয়া ও বেড়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২টি এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা।

❑ সাঁথিয়া-বেড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উন্নয়নে প্রয়োজনীয়, সহযোগিতা।

❑ এলাকার কয়েকহাজার রোগীর ঢাকায় চিকিৎসা সহযোগীতা।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ, প্রহসনের নির্বাচন বাতিল, এবং নির্দলীয়-নিরপেক্ষ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে-

বিশাল জনসভা

তারিখ ঃ ৩-রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার

স্থান ঃ সাহেব বাজার বড় রাস্তা

সময় ঃ বিকেল ২ টা

● প্রধান অতিথি ঃ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

● বিশেষ অতিথিঃ

- অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জেলা আমীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
- মাওঃ মোঃ আব্দুল মালেক, জেলা আমীর, রাজশাহী সাংগঠনিক পশ্চিম জেলা
- অধ্যাপক মকসেদ আলী, জেলা আমীর, রাজশাহী সাংগঠনিক পূর্ব জেলা
- জনাব মোঃ লতিফুর রহমান, সাবেক এম.পি.

ও স্থানীয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন

●সভাপতিঃ জননেতা আতাউর রহমান *আমীর, রাজশাহী মহানগরী*

দলে দলে যোগদান করে জনসভাকে সফল করুন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ, প্রহসনের নির্বাচন বাতিল, এবং নির্দলীয়-নিরপেক্ষ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে-

বিশাল জনসভা

তারিখ ঃ ৩-রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার

স্থান ঃ সাহেব বাজার বড় রাস্তা

সময় ঃ বিকেল ২ টা

● প্রধান অতিথি ঃ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

● বিশেষ অতিথিঃ

- অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, জেলা আমীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
- মাওঃ মোঃ আব্দুল মালেক, জেলা আমীর, রাজশাহী সাংগঠনিক পশ্চিম জেলা
- অধ্যাপক মকসেদ আলী, জেলা আমীর, রাজশাহী সাংগঠনিক পূর্ব জেলা
- জনাব মোঃ লতিফুর রহমান, সাবেক এম.পি.

ও স্থানীয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন

●সভাপতিঃ জননেতা আতাউর রহমান *আমীর, রাজশাহী মহানগরী*

দলে দলে যোগদান করে জনসভাকে সফল করুন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরী

ভোটার ভাই-বোনদের নিকট
অধ্যাপক গোলাম আযমের
আকুল আবেদন

মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। সময়ের অভাবে আপনাদের এলাকায় নির্বাচন উপলক্ষে হাজির হতে না পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দেশের সকল থানায় পৌঁছে আমার কথা সরাসরি আপনাদের সামনে পেশ করতে পারলে আন্তরিক তৃপ্তি পেতাম।

আমার বয়স ৭৪ বছর। দুনিয়ায় আমার পাওয়ার কোন কামনা নেই। কবে পরপারের ডাক আসে সে অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে এখনও কাজ করার মতো মন-মগজ ও স্বাস্থ্যের নেয়ামত দিয়েছেন সে জন্য আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সুখ-শান্তির জন্য কিছু করতে চাই।

গত ২৫ বছর যে তিনটি দল বাংলাদেশ শাসন করেছে তারা আমাকে এ দেশের নাগরিক নই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট আমাকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বলে ঘোষণা করায় আমি এখন আমার দেশবাসীর নিকট হাজির হবার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে ২৩ বছর পর্যন্ত আমাকে কোন জনসভায় বক্তৃতা করতে দেয়া হয়নি।

যদি সময় পেতাম তাহলে নির্বাচনের আগে আমি সকল থানায় যে কথা বলার জন্য হাজির হতাম তা সংক্ষেপে বলছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি সকলই আল্লাহর আইনে চলছে বলে কোথাও অশান্তি নেই। অথচ দুনিয়ার সবকিছু মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মানুষের সুখ-শান্তি এ কারণেই নেই যে মানুষ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন মেনে চলে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ ১৭৫৭ সালে ইংরেজ জাতির দখলে যাবার আগে ৫৫০ বছর এ দেশে আল্লাহর আইন ছিল। পৌনে দু'শ বছর ইংরেজের গোলাম থাকাকালে আমাদের উপর তারা গোলামী আইন চাপিয়ে দিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যারাই শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ ঐ গোলামী আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করা তো দূরের কথা তারা আল্লাহর আইনের কথাই বলে না।

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি আল্লাহর আইনে চলছে বলে বিশৃংখলা হচ্ছে না। আমাদের শরীর কার আইনে চলে? রক্ত চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেশাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রামের জন্য আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে চললে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এসব আইন অমান্য করলে অসুখ ও অশান্তি হয়।

আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কায়েম করে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও শান্তিময় সমাজের নমুনা দেখিয়ে গেছেন। জামায়াতে ইসলামী তেমনি সুখী সমাজ কায়েমের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা সরকারের উপর ৪ দফা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ

১। মানুষকে চরিত্রবান, বিবেকবান ও সৎ বানাও।
২। কোন মানুষ যেন অভাবে কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা কর।
৩। যা মানুষের জন্য উপকারী তা সমাজে চালু কর।
৪। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত কর।

রাসূল (সাঃ) ১৩ বছর একদল সৎ লোক তৈরী করে মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন এবং এ ৪ দফা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আইন জারি করে মানবজাতির জন্য সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা রেখে যান।

জামায়াতে ইসলামী গত ৪০ বছরে এ দেশে সৎ ও যোগ্য লোকের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে মাদ্রাসা পাস হাজার হাজার ওলামা এবং হাজার হাজার আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত লোক রয়েছে। আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশকে গড়ে তুলবার যোগ্য এ সৎ লোকদের মধ্য থেকেই আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত ৩০০ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা যদি জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হবে। এরকম সরকার কায়েম হলে ঃ

১। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

২। নারী পুরুষ সবাই সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

৩। ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে কোন মানুষ বঞ্চিত থাকবে না।

৪। হালাল পথে আয়-রোজগারের সকল পথ খুলে দিয়ে সকল হারাম পথ বন্ধ করা হবে।

৫। কোন লোক বেকার থাকবে না, হয় কাজ পাবে না হয় ভাতা পাবে।

৬। সুদ-ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে যাবে। ফলে কৃষকসহ সকলেই বিনা সুদে ধার পাবে।

৭। চাষীদেরকে ভর্তকি দিয়ে ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।

৮। ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাই যার যার হক ইনসাফের সাথে পাবে ও সবরকম জুলুম থেকে নাজাত পাবে।

৯। চুরি-ডাকাতি, খুন ও সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মাস্তানী খতম হয়ে যাবে এবং মানুষ জান, মাল ও ইজ্জত নিয়ে নিরাপদে থাকবে এবং রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

১০। যৌতুক প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে, মহিলারা আল্লাহর দেয়া মোহরের হক ভোগ করতে পারবে এবং বিয়ের পর খোরপোষ না দিয়ে ফেলে রাখার যুলুম থেকে রেহাই পাবে।

১১। ঘরে ও বাইরে মহিলারা যত রকম নির্যাতন ভোগ করছে এসব থেকে তারা নাজাত পাবে এবং শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতিতে তালাক থেকে রক্ষা পাবে।

১২। কোর্ট-কাচারী হতে সকল প্রকার দুর্নীতি উৎখাত করা হবে যাতে মানুষ বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে সুবিচার পায়।

১৩। এমন ধার্মিক পরিবেশ গড়ে উঠবে যেখানে সব ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করবে।

১৪। সকল ধর্মের মানুষ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

শেষ কথা

মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতি সকল ভোটারের নিকট আমার আকুল আবেদন ঃ

দেশে অগণিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৪টি দলই প্রধান দল হিসেবে গণ্য। এ চারটি দলের মধ্যে তিন দল গত ২৫ বছর দেশ শাসন করেছে। এসব সরকার ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কতটুকু করতে পেরেছে এবং জনগণের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা কতটুকু দিতে পেরেছে তা আপনারা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। যদি তাদের কোন একটিকে আবার ক্ষমতায় বসান তাহলে তারা আগে যা দিয়েছে তাই পাবেন। দল বদল করে তাদের কারো হাতে ক্ষমতা দিলে দল বদলাবে কিন্তু কপাল বদলাবে না। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।

দেশের প্রধান ৪টি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় ছিল না। অপর প্রধান ৩টি দলকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এবার জামায়াতে ইসলামীকে পরীক্ষা করে দেখুন। পরীক্ষা না করে অপর ৩টি দলের সাথে কী করে তুলনা করবেন। এবার জামায়াতের হাতে ক্ষমতা দিলে ৫ বছর পর প্রধান ৪টি দলের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন যে কোন দলটিকে আবার ক্ষমতা দেয়া উচিত।

জামায়াতে ইসলামী জনগণের কল্যাণের জন্য চারটি শ্লোগানকে গণদাবী হিসেবে পেশ করেছে। একমাত্র ইসলামী সরকারই এসব দাবী পূরণ করতে পারে।

আল্লাহর আইন চাই
সৎলোকের শাসন চাই
সকল হাতে কাজ চাই
সবার মুখে ভাত চাই।

আপনাদের করণীয়

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা যদি সুখ-শান্তি পেতে চান তাহলে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ঃ

১। সরকার গঠনের আসল ক্ষমতা আপনাদেরই হাতে। আপনাদের ভোটেই সরকার কায়েম হয়।

২। সরকারী ক্ষমতা আল্লাহর এক মহান আমানত। এ আমানতের হেফাযত করার যোগ্য লোকদেরকে ভোট দেবার জন্যই আল্লাহ হুকুম করেছেন। অসৎ লোকের হাতে এ ক্ষমতা দিলে ভোটদাতারাও আল্লাহর নিকট দায়ী হবেন। এমন সরকারের মন্দ কাজের জন্য তাদের ভোটাররাও দোষী সাব্যস্ত হবেন।

৩। ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রথম দেখবেন যাকে ভোট দিচ্ছেন তার দল আল্লাহর আইন চায় কিনা। এরপর দেখবেন তিনি নিজের জীবনে আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলেন কিনা।

ভোটার ভাই-বোনদের নিকট
অধ্যাপক গোলাম আযমের
আকুল আবেদন

মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। সময়ের অভাবে আপনাদের এলাকায় নির্বাচন উপলক্ষে হাজির হতে না পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দেশের সকল থানায় পৌছে আমার কথা সরাসরি আপনাদের সামনে পেশ করতে পারলে আন্তরিক তৃপ্তি পেতাম।

আমার বয়স ৭৪ বছর। দুনিয়ায় আমার পাওয়ার কোন কামনা নেই। কবে পরপারের ডাক আসে সে অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে এখনও কাজ করার মতো মন-মগজ ও স্বাস্থ্যের নেয়ামত দিয়েছেন সে জন্য আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সুখ-শান্তির জন্য কিছু করতে চাই।

গত ২৫ বছর যে তিনটি দল বাংলাদেশ শাসন করেছে তারা আমাকে এ দেশের নাগরিক নই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট আমাকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বলে ঘোষণা করায় আমি এখন আমার দেশবাসীর নিকট হাজির হবার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে ২৩ বছর পর্যন্ত আমাকে কোন জনসভায় বক্তৃতা করতে দেয়া হয়নি।

যদি সময় পেতাম তাহলে নির্বাচনের আগে আমি সকল থানায় যে কথা বলার জন্য হাজির হতাম তা সংক্ষেপে বলছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি সকলই আল্লাহর আইনে চলছে বলে কোথাও অশান্তি নেই। অথচ দুনিয়ার সবকিছু মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মানুষের সুখ-শান্তি এ কারণেই নেই যে মানুষ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন মেনে চলে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ ১৭৫৭ সালে ইংরেজ জাতির দখলে যাবার আগে ৫৫০ বছর এ দেশে আল্লাহর আইন ছিল। পৌনে দু'শ বছর ইংরেজের গোলাম থাকাকালে আমাদের উপর তারা গোলামী আইন চাপিয়ে দিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যারাই শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ ঐ গোলামী আইন উৎখাত করে আল্লাহর আইন কায়েমের চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করা তো দূরের কথা তারা আল্লাহর আইনের কথাই বলে না।

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি আল্লাহর আইনে চলছে বলে বিশৃংখলা হচ্ছে না। আমাদের শরীর কার আইনে চলে? রক্ত চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেশাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রামের জন্য আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে চললে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এসব আইন অমান্য করলে অসুখ ও অশান্তি হয়।

আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কায়েম করে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও শান্তিময় সমাজের নমুনা দেখিয়ে গেছেন। জামায়াতে ইসলামী তেমনি সুখী সমাজ কায়েমের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা সরকারের উপর ৪ দফা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ

১। মানুষকে চরিত্রবান, বিবেকবান ও সৎ বানাও।

২। কোন মানুষ যেন অভাবে কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা কর।

৩। যা মানুষের জন্য উপকারী তা সমাজে চালু কর।

৪। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত কর।

রাসূল (সাঃ) ১৩ বছর একদল সৎ লোক তৈরী করে মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন এবং ঐ ৪ দফা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আইন জারি করে মানবজাতির জন্য সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা রেখে যান।

জামায়াতে ইসলামী গত ৪০ বছরে এ দেশে সৎ ও যোগ্য লোকের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে মাদ্রাসা পাস হাজার হাজার ওলামা এবং হাজার হাজার আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত লোক রয়েছে। আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশকে গড়ে তুলবার যোগ্য এ সৎ লোকদের মধ্য থেকেই আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত ৩০০ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা যদি জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হবে। এ রকম সরকার কায়েম হলে ঃ

১। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

২। নারী পুরুষ সবাই সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

৩। ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে কোন মানুষ বঞ্চিত থাকবে না।

৪। হালাল পথে আয়-রোজগারের সকল পথ খুলে দিয়ে সকল হারাম পথ বন্ধ করা হবে।

৫। কোন লোক বেকার থাকবে না, হয় কাজ পাবে না হয় ভাতা পাবে।

৬। সুদ-ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে যাবে। ফলে কৃষকসহ সকলেই বিনা সুদে ধার পাবে।

৭। চাষীদেরকে ভর্তকি দিয়ে ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।

৮। ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাই যার যার হক ইনসাফের সাথে পাবে ও সবরকম জুলুম থেকে নাজাত পাবে।

৯। চুরি-ডাকাতি, খুন ও সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মাস্তানী খতম হয়ে যাবে এবং মানুষ জান, মাল ও ইজ্জত নিয়ে নিরাপদে থাকবে এবং রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

১০। যৌতুক প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে, মহিলারা আল্লাহর দেয়া মোহরের হক ভোগ করতে পারবে এবং বিয়ের পর খোরপোষ না দিয়ে ফেলে রাখার যুলুম থেকে রেহাই পাবে।

১১। ঘরে ও বাইরে মহিলারা যত রকম নির্যাতন ভোগ করছে এসব থেকে তারা নাজাত পাবে এবং শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতিতে তালাক থেকে রক্ষা পাবে।

১২। কোর্ট-কাচারী হতে সকল প্রকার দুর্নীতি উৎখাত করা হবে যাতে মানুষ বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে সুবিচার পায়।

১৩। এমন ধার্মিক পরিবেশ গড়ে উঠবে যেখানে সব ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করবে।

১৪। সকল ধর্মের মানুষ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

শেষ কথা

মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতি সকল ভোটারের নিকট আমার আকুল আবেদন ঃ

দেশে অগণিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৪টি দলই প্রধান দল হিসেবে গণ্য। এ চারটি দলের মধ্যে তিন দল গত ২৫ বছর দেশ শাসন করেছে। এসব সরকার ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কতটুকু করতে পেরেছে এবং জনগণের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা কতটুকু দিতে পেরেছে তা আপনারা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। যদি তাদের কোন একটিকে আবার ক্ষমতায় বসান তাহলে তারা আগে যা দিয়েছে তাই পাবেন। দল বদল করে তাদের কারো হাতে ক্ষমতা দিলে দল বদলাবে কিন্তু কপাল বদলাবে না। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।

দেশের প্রধান ৪টি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় ছিল না। অপর প্রধান ৩টি দলকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এবার জামায়াতে ইসলামীকে পরীক্ষা করে দেখুন। পরীক্ষা না করে অপর ৩টি দলের সাথে কী করে তুলনা করবেন। এবার জামায়াতের হাতে ক্ষমতা দিলে ৫ বছর পর প্রধান ৪টি দলের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন যে কোন দলটিকে আবার ক্ষমতা দেয়া উচিত।

জামায়াতে ইসলামী জনগণের কল্যাণের জন্য চারটি শ্লোগানকে গণদাবী হিসেবে পেশ করছে। একমাত্র ইসলামী সরকারই এসব দাবী পূরণ করতে পারে।

আল্লাহর আইন চাই
সৎলোকের শাসন চাই
সকল হাতে কাজ চাই
সবার মুখে ভাত চাই।

আপনাদের করণীয়

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা যদি সুখ-শান্তি পেতে চান তাহলে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে ঃ

১। সরকার গঠনের আসল ক্ষমতা আপনাদেরই হাতে। আপনাদের ভোটেই সরকার কায়েম হয়।

২। সরকারী ক্ষমতা আল্লাহর এক মহান আমানত। এ আমানতের হেফাযত করার যোগ্য লোকদেরকে ভোট দেবার জন্যই আল্লাহ হুকুম করেছেন। অসৎ লোকের হাতে এ ক্ষমতা দিলে ভোটদাতারাও আল্লাহর নিটক দায়ী হবেন। এমন সরকারের মন্দ কাজের জন্য তাদের ভোটাররাও দোষী সাব্যস্ত হবেন।

৩। ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রথম দেখবেন যাকে ভোট দিচ্ছেন তার দল আল্লাহর আইন চায় কিনা। এরপর দেখবেন তিনি নিজের জীবনে আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলেন কিনা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহু আকবর

রংপুর—৩ পীরগঞ্জ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এম, পি, পদে

এ্যাডভোকেট মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম প্রধান

এম, এম, (হাদীস) এম. এম (তাফসীর) বি, এস. এস, (অনার্স) এম, এস, এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এল, এল, বি

কে

দাঁড়িপাল্লা মার্কায়

ভোট দিন।

সংগ্রামী পীরগঞ্জ থানা বাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনারা জানেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে খোদা ভীরু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করছে। জামায়াত মনোনীত এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম পীরগঞ্জ থানার একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব সমুজ্জল নক্ষত্র। তিনি এ থানার ১২নং মিঠিপুর ইউনিয়নের একবারপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের কৃতি সন্তান।

শিক্ষা জীবন :— মাদারগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি একাধারে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে কামিল ডিগ্রী প্রাপ্ত। অপর দিকে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বি, এস. এস. অনার্স সহ এম এস, এস পাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি এল, এল, বি ডিগ্রী লাভ করেন। এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি মাদারগঞ্জ মাদ্রাসা ও বগুড়া সরকারী মোস্তাফাবিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করা কালে ছাত্র সংসদের জি. এস ও জমিয়তে তলাবায়ে আরাবীয়ার বগুড়া জেলা সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে ছাত্র অঙ্গণে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর সূর্যসেন হলের সংসদে ডাকসু নির্বাচনেও তিনি অংশ নেন। তিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের সূর্যসেন হল শাখার ১৯৮৩ ১৯৮৭ পর্যন্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এবং সে সময়ে রাজধানী শহরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস, এস ও এল, এল, বি পাশ করে আসার পর তিনি পীরগঞ্জ থানা জামায়াতে যোগ দেন। এবং ১৯৮৮ সালে জামায়াতের সদস্য পদ (রুকনিয়াত) লাভ করেন। তিনি প্রথমে জামায়াতের পীরগঞ্জ থানা সেক্রেটারী ও পরে ১৯৯০ সালে পীরগঞ্জ থানা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।

পেশাগত জীবনে তিনি প্রথমতঃ মাদারগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে তিনি রংপুর জর্জ কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। কর্ম জীবনে একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ তরুণ আইনজীবি হিসাবে তিনি ইতি মধ্যেই ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সুবক্তা স্বচ্ছ রাজনৈতিক ধ্যান ধারনার অধিকারী এই তরুণ জন নেতার বিরুদ্ধে রটাবার মত কোন বদনাম নেই এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম একজন কর্মঠ যোগ্য ব্যক্তিত্ব ব্যবহার চরিত্রে মাধুর্যে এক পরিচিত প্রিয় নাম এবং এ থানার উজ্জল সম্ভাবনার নাম। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী, সদালাপী, মিষ্ট ভাষী এ তরুণ আইন জীবি পীরগঞ্জ থানার যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাহসী ভূমিকা রাখতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বয়সে মাত্র ৩৮ বৎসর। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে তার রয়েছে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা।

পীরগঞ্জের অন্যান্য দলের প্রার্থীরা বৃদ্ধ ও দলবদলকারী। যারা অতীতে ক্ষমতায় গিয়ে পীরগঞ্জের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, সে দুর্নাম এ্যাডভোকেট আবদুস সালামের নেই। তিনি পীরগঞ্জের কয়লা খনি ও লোহার খনি উত্তোলন সহ থানার সার্বিক উন্নয়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

তাই আসুন এ থানার মুসলীমগণ, হিন্দু, খ্রীষ্টান, আদিবাসী সহ নির্বিশেষে সকলেই একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এমন একজন সৎ ও যোগ্যতম ব্যক্তিকে দাঁড়ি পাল্লা মার্কায় ভোট দিয়ে সকলের অধিকার আদায়ের পথ প্রশস্ত করি। "নিশ্চই আল্লাহ হুকুম করেন যে, আমানত অর্থাৎ দায়িত্ব উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্পণ কর।"

(আল কোরআন) আমীন।

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ— জিন্দা বাদ।

জামায়াতে ইসলামী— জিন্দাবাদ।

প্রচারে :— পীরগঞ্জ থানার সর্বস্তরের জনগণ।

রংপুর – ৩ পীরগঞ্জ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদ-প্রার্থী এ্যাডভোকেট মাওলানা আবদুস সালাম প্রধান এর পীরগঞ্জ উন্নয়নের ১৭ দফা পরিকল্পনা।

প্রিয় পীরগঞ্জ থানা বাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আগামী ১২ই জুন' ৯৬ এর নির্বাচনে আপনারা আমাকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করুন। আমি ইনশা আল্লাহ আপনাদেরকে সাথে নিয়ে নিম্ন লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হব।

ঃঃ পরিকল্পনা ঃঃ

১) মাগুরা কয়লা খনি এবং ভেলামারী লোহার খনি উত্তোলনের জন্য ব্যাপক গণ আন্দোলন ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে খনিদ্বয় উত্তোলনের ব্যবস্থা করন।

২) খালাশপীর ১০০ মেগওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো।

৩) খনি উত্তোলনের সাথে সাথে কয়লা ও লৌহ ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে থানার ২৫ / ৩০ হাজার বেকার যুবকের কর্ম সংস্থানের প্রচেষ্টা চালানো।

৪) পীরগঞ্জ সদরকে একটি আধুনিক শহরে রূপান্তরের চেষ্টা করা এবং পৌর সভার উন্নতি করার জোর প্রচেষ্টা চালানো।

৫) পীরগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় ও পীরগঞ্জ কলেজকে সরকারী করণের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

৬) পীরগঞ্জ মহিলা কলেজ, চতরা কলেজসহ থানার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ও অমঞ্জুরীকৃত এবতেদায়ী মাদ্রাসা বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, দাখিল মাদ্রাসা সমূহ মঞ্জুরী করণ ও আর্থিক অনুদান নিশ্চিত করার জোর প্রচেষ্টা চালানো।

৭) বটের হাট, সরলিয়া, টুকুরিয়া, চতরা, হাজিপুর, পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ, পীরগঞ্জ-ঘোড়াঘাট সংযোগ স্থল সমূহ সহ থানার প্রয়োজনীয় স্থান সমূহে সেতু নির্মানের প্রচেষ্টা চালানো।

৮) পীরগঞ্জ থানা সদরে পুনরায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপনের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

৯) বড় বিশা, চাপন দহ; দরিয়ার বিল, (নীল দরিয়া) সহ থানার অন্যান্য বড় বড় জলাশয় গুলোর চার ধারে বাঁধ নির্মাণ পূর্বক বাঁধে বৃক্ষ রোপন, উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক পিকনিক স্পট নির্মান ও জলাশয় সমূহে হাঁস এর খামার স্থাপনের মাধ্যমে থানার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করন।

১০) থানায় কাদিরাবাদ, শালটি, ঝাড় বিশলা সহ বিভিন্ন সৃষ্ট কয়েক পিকনিক স্পট নির্মানের প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো।

১১) থানায় একটি মহিলা মাদ্রাসা স্থাপন এবং একটি সরকারী মাদ্রাসা স্থাপনের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

১২) সেটেলমেন্ট অফিস, থানা এবং কৃষি ব্যাংক সহ সমস্ত অফিসে ঘুষ বন্ধের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

১৩) থানায় সকল অন্ধ, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, ল্যাংড়া, বয়োবৃদ্ধ, বৃদ্ধা ভিখারীনি, এতিম, বিধবা, পাগল, ভবঘুরেসহ অসহায় মানুষকে সাহায্য ও পুনর্বাসন করার জন্য একটি শক্তিশালী বেসরকারী সাহায্য সংস্থা স্থাপনের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

১৪) থানায় বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন বা একটি কারিগরী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টা চালানো।

১৫। থানায় অনুন্নত মসজিদ, মন্দির, এতিমখানা সহ অন্যান্য ধর্মের প্রার্থনালয় সমূহের উন্নয়নের জোর প্রচেষ্টা চালানো।

১৬) গাংজোয়ার, হলদী বাড়ী, এলাকায় একটি ইউনিয়ন স্থাপন; বাঁধ সমস্যার সমাধান।

১৭) পর্যায়ক্রমে ভেণ্ডাবাড়ীকে থানা করে নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাটকে নিয়ে পীরগঞ্জকে জেলায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রিয় থানা বাসী, আমি আশা করি আপনারা আমাকে পীরগঞ্জ থানা হতে আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে পাঠিয়ে উল্লেখিত কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেবেন।

ইতি—

আল্লাহ হাফেজ

আপনাদের শুভেচ্ছা ও স্নেহ ধন্য

মোঃ আবদুস সালাম প্রধান

এ্যাডভোকেট, রংপুর জজ কোর্ট ও সংসদ সদস্য

পদ-প্রার্থী, রংপুর—৬

পীরগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা।

ভোটার ভাই-বোনদের নিকট

অধ্যাপক গোলাম আযমের

আকুল আবেদন

মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিবেন। সময়ের অভাবে আপনাদের এলাকায় নির্বাচন উপলক্ষে হাজির হতে না পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দেশের সকল থানায় পৌঁছে আমার কথা সরাসরি আপনাদের সামনে পেশ করতে পারলে আন্তরিক তৃপ্তি পেতাম।

আমার বয়স ৭৪ বছর। দুনিয়ায় আমার পাওয়ার কোন কামনা নেই। কবে পরপারের ডাক আসে সে অপেক্ষায় আছি। কিন্তু আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে এখনও কাজ করার মতো মন-মগজ ও স্বাস্থ্যের নেয়ামত দিয়েছেন সে জন্য আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সুখ-শান্তির জন্য কিছু করতে চাই।

গত ২৫ বছর যে তিনটি দল বাংলাদেশ শাসন করেছে তারা আমাকে এ দেশের নাগরিক নই বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট আমাকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বলে ঘোষণা করায় আমি এখন আমার দেশবাসীর নিকট হাজির হবার সুযোগ পেয়েছি। এর আগে ২৩ বছর পর্যন্ত আমাকে কোন জনসভায় বক্তৃতা করতে দেয়া হয়নি।

যদি সময় পেতাম তাহলে নির্বাচনের আগে আমি সকল থানায় যে কথা বলার জন্য হাজির হতাম তা সংক্ষেপে বলছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পশু-পাখি, সকলই আল্লাহর আইনে চলছে বলে কোথাও অশান্তি নেই। অথচ দুনিয়ার সবকিছু মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মানুষের সুখ-শান্তি এ কারণেই নেই যে মানুষ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া আইন মেনে চলে।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ ১৭৫৭ সালে ইংরেজ জাতির দখলে যাবার আগে ৫৫০ বছর এ দেশে আল্লাহর আইন ছিল। পৌনে দুশ বছর ইংরেজের গোলাম থাকাকালে আমাদের উপর তারা গোলামী আইন চাপিয়ে দিয়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যারাই শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা কেউ ঐ গোলামী আইন উৎখাত করে আল্লার আইন কায়েমের চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করা তো দূরের কথা তারা আল্লাহর আইনের কথাই বলে না।

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি আল্লাহর আইনে চলেছে বলে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না। আমাদের শরীর কার আইনে চলে? রক্ত চলাচল, শ্বাস-প্রশ্বাস, পেশাব পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রামের জন্য আল্লাহ যে আইন দিয়েছেন তা মেনে চললে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এসব আইন অমান্য করলে অসুখ ও অশান্তি হয়।

আল্লাহর শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী (সাঃ) পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কায়েম করে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও শান্তিময় সমাজের নমুনা দেখিয়ে গেছেন। জামায়াতে ইসলামী তেমনি সুখী সমাজ কায়েমের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা সরকারের উপর ৪ দফা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন:

১। মানুষকে চরিত্রবান, বিবেকবান ও সৎ বানাও।

২। কোন মানুষ যেন অভাবে কষ্ট না পায় সে ব্যবস্থা কর।

৩। যা মানুষের জন্য উপকারী তা সমাজে চালু কর।

৪। যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা সমাজ থেকে উৎখাত কর।

রাসুল (সাঃ) ১৩ বছর একদল সৎ লোক তৈরী করে মদীনায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন এবং ঐ ৪ দফা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর আইন জারি করে মানব জাতির জন্য সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনা রেখে যান।

জামায়াতে ইসলামী গত ৪০ বছরে এ দেশে সৎ ও যোগ্য লোকের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। তাদের মধ্যে মাদ্রাসা পাস হাজার হাজার ওলামা এবং হাজার হাজার আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত লোক রয়েছে। আল্লাহর আইন অনুযায়ী দেশকে গড়ে তুলার যোগ্য এ সৎ লোকদের মধ্য থেকেই আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত ৩০০ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে।

দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা যদি জামায়াতের মনোনীত প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হবে। এ রকম সরকার কায়েম হলে :

১। মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

২। নারী পুরুষ সবাই সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

৩। ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে কোন মানুষ বঞ্চিত থাকবে না।

৪। হালাল পথে আয়-রোজগারের সকল পথ খুলে দিয়ে সকল হারাম পথ বন্ধ করা হবে।

৫। কোন লোক বেকার থাকবে না, হয় সে কাজ পাবে না হয় সে ভাতা পাবে।

৬। সুদ ব্যবস্থা উৎখাত হয়ে যাবে। ফলে কৃষকসহ সকলেই বিনা সুদে ঋণ পাবে।

৭। চাষীদেরকে ভর্তকি দিয়ে ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।

৮। ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে এবং সবাই যার যার হক ইনসাফের সাথে পাবে ও সবরকম জুলুম থেকে নাজাত পাবে।

৯। চুরি-ডাকাতি, খুন ও সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী ও মাস্তানী খতম হয়ে যাবে এবং মানুষ জান, মাল ও ইজ্জত নিয়ে নিরাপদে থাকবে এবং রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।

১০। যৌতুক প্রথা বন্ধ হয়ে যাবে, মহিলারা আল্লাহর দেয়া মোহরের হক ভোগ করতে পারবে এবং বিয়ের পর খোরপোষ না দিয়ে ফেলে রাখার যুলুম থেকে রেহাই পাবে।

১১। ঘরে ও বাইরে মহিলারা যত রকম নির্যাতন ভোগ করছে এসব থেকে তারা নাজাত পাবে এবং শরীয়ত বিরোধী পদ্ধতিতে তালাক থেকে রক্ষা পাবে।

১২। কোর্ট-কাচারী হতে সকল প্রকার দুর্নীতি উৎখাত করা হবে যাতে মানুষ বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে সুবিচার পায়।

১৩। এমন ধার্মিক পরিবেশ গড়ে উঠবে যেখানে সব ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করবে। ১৪। সকল ধর্মের মানুষ সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।

শেষ কথা

মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতি সকল ভোটারের নিকট আমার আকুল আবেদন :

দেশে অগণিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৪টি দলই প্রধান দল হিসেবে গণ্য। এ চারটি দলের মধ্যে তিন দল গত ২৫ বছর দেশ শাসন করেছে। এসব সরকার ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা কতটুকু করতে পেরেছে এবং জনগণের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা কতটুকু দিতে পেরেছে তা আপনারা হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন। যদি তাদের কোন একটিকে আবার ক্ষমতায় বসান তাহলে তারা আগে যা দিয়েছে তাই পাবেন। দল বদল করে তাদের কারো হাতে ক্ষমতা দিলে দল বদলাবে কিন্তু কপাল বদলাবে না। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে দাঁড়ি পাল্লায় ভোট দিন।

দেশের প্রধান ৪টি দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী কখনো ক্ষমতায় ছিল না। অপর প্রধান ৩টি দলকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এবার জামায়াতে ইসলামীকে পরীক্ষা করে দেখুন। পরীক্ষা না করে অপর ৩টি দলের সাথে কী করে তুলনা করবেন। এবার জামায়াতের হাতে ক্ষমতা দিলে ৫ বছর পর প্রধান ৪টি দলের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন যে কোন দলটিকে আবার ক্ষমতা দেয়া উচিত।

জামাতে ইসলামী জনগণের কল্যাণের জন্য চারটি শ্লোগানকে গণদাবী হিসেবে পেশ করছে। একমাত্র ইসলামী সরকারই এসব দাবী পূরণ করতে পারে।

০ আল্লাহর আইন চাই ০ সৎলোকের শাসন চাই ০ সকল হাতে কাজ চাই ০ সবার মুখে ভাত চাই।

আপনাদের করণীয়

প্রিয় দেশবাসী

আপনারা যদি সুখ-শান্তি পেতে চান তাহলে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে :

১। সরকার গঠনের আসল ক্ষমতা আপনাদেরই হাতে। আপনাদের ভোটেই সরকার কায়েম হয়।

২। সরকারী ক্ষমতা আল্লাহর এক মহান আমানত। এ আমানতের হেফাজত করার যোগ্য লোকদেরকে ভোট দেবার জন্যই আল্লাহ হুকুম করেছেন। অসৎ লোকের হাতে এ ক্ষমতা দিলে ভোটদাতারাও আল্লাহর নিকট দায়ী হবেন। এমন সরকারের মন্দ কাজের জন্য তাদের ভোটাররাও দোষী সাব্যস্ত হবেন।

৩। ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় প্রথম দেখবেন যাকে ভোট দিচ্ছেন তার দল আল্লাহর আইন চায় কিনা। এরপর দেখবেন তিনি নিজের জীবনে আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলেন কিনা।

জামায়াতের ৪-দফা কর্মসূচী

১। দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে চিন্তার বিশুদ্ধি ও পুনর্গঠনের কাজ ঃ
জামায়াত কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরে জনগণের চিন্তার বিকাশ সাধন করছে। তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ ও কায়েম করার উৎসাহ ও মনোভাব জাগ্রত করছে।

২। তানজীম ও তারবিয়াত/সংগঠন ও ট্রেনিংয়ের কাজ ঃ
ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে সুসংগঠিত করে উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সাধনের যোগ্য করে গড়ে তুলছে।

৩। ইসলাহে মোয়াশারা/সমাজ সংস্কার ও সেবার কাজ ঃ
ইসলামের মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে জামায়াত-কর্মী ও জনগণকে ইসলামী সমাজ কায়েমে উদ্বুদ্ধ করছে।

৪। ইসলাহে হুকুমাত/সরকার সংশোধনের কাজ ঃ
গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরে খোদাদ্রোহী, ধর্মনিরপেক্ষ, যালেম ও অসৎ নেতৃত্বের বদলে খোদাভীরু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা চালাচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতিঃ

লোক তৈরীর কর্মনীতি

● ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী বলিষ্ঠ ঈমান ও চরিত্র সৃষ্টির জন্য ইসলামী আন্দোলনই একমাত্র উপায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের সাথে ইসলামী আন্দোলনের আদর্শিক সংঘর্ষের মাধ্যমেই উপযুক্ত লোক তৈরী হয়। তাই জামায়াত এ পন্থায়ই লোক তৈরী করছে। ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মী এভাবেই তৈরী হয়ে থাকে।

সরকার গঠনের কর্মনীতি

● হুজুগ, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক কাজ হতে পারে না। তাই জামায়াত একমাত্র গণতান্ত্রিক পথেই সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব নিতে চায়। ইসলামী আদর্শ জোর করে জনগণের উপর চাপাবার জিনিষ ন । জনসমর্থন নিয়েই ইসলামের সত্যিকার বিজয় সম্ভব।

জামায়াতে ইসলামীর অবদান

- জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বলিষ্ঠ ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরার যোগ্য বানিয়েছে।
- আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেও ইসলামী যোগ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।
- একদল ইসলামী চিন্তাবিদ, নিঃস্বার্থ কর্মী বাহিনী ও বিপ্লবযোগ্য নেতৃত্ব তৈরী করেছে।
- রাজনৈতিক ময়দানেও সততা, নৈতিকতা ও আন্তরিকতা চালু করেছে।

ইসলামের বিজয়ের জন্য শর্ত

আল্লাহ্ পাক সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করে ইসলাম কায়েম করেন না। আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যারা চেষ্টা করে আল্লাহ্ এ কাজে তাদেরকেই সাহায্য করেন। আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েম করার যোগ্য লোক তৈরী হলে তিনি তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন।(সূরা নূর-৫৫ আয়াত)

আপনি কি ইসলামের বিজয় চান ?

আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী দেখতে চান। তাহলে আসুন জামায়াতে শামিল হোন। নিজকে ঈমান, ইলম, আখলাক ও আমলে সজ্জিত করুন। এ উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তা আপনাকে এ পথে এগিয়ে দেবে।

জামায়াতে শামিল হবার জন্য ঃ

- পয়লা সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করুন।
- খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবার জন্য সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত হাজির হোন।
- জামায়াতের পরিবেশিত তাফসির, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য ও পত্রিকা ভাল করে পড়ুন।
- ইসলামের যতটুকু ইলম হাসিল হয় সে অনুযায়ী আমল করুন এবং বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ না করার মজবুত সিদ্ধান্ত নিন।
- যোগ্যতার সাথে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতে হলে জামায়াতের সদস্যপদ (রুকনিয়াত) গ্রহণ করুন।

প্রকাশনায়ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৪০১৫৮১, ৪১৭৬৭০
প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ১৯৯১, কার্তিক ১৩৯৮, রবিউসসানি ১৪১২

اقيموا الدين

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক বিপ্লব

ইসলামী জ্ঞান চর্চার এক নিখুঁত পরিকল্পনা

উন্নত চরিত্র গঠনের এক মজবুত সংগঠন

জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের এক বাস্তব কর্মসূচী

আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন

ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সাঃ) কে আসল যে কাজটি করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন তা কুরআনের তিনটি সূরায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ

"তিনিই সে যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও আনুগত্যের একমাত্র সত্য বিধান (দ্বীনে হক) সহ পাঠিয়েছেন যেন (রাসূল) তাকে (ঐ বিধানকে) আর সব বিধানের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা তাওবা ৩৩, সূরা ফাতহ ২৮, সূরা সাফ-৯).

রাসূল (সঃ) আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করেই এ দায়ীত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, শাসন, বিচার, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহর বিধানকে চালু করে প্রমাণ করেছেন যে ইসলামই দুনিয়ার জীবনে শান্তির একমাত্র উপায়।

এতে বুঝা গেল যে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করাই সব ফরযের বড় ফরয। সাহাবায়ে কেরামও রাসূলের সাথে এ দায়িত্বই পালন করেছেন। মুসলিম হিসাবে আমাদের সবারই এ ফরযটি আদায় করা সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ ফরযকে অবহেলা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

জামায়াতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব

ইকামাতে দ্বীনের এ মহান দায়িত্ব একা একা পালন করা নবীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই যারাই নবীর প্রতি ঈমান এনেছেন তাদেরকেই সংঘবদ্ধ করে নবীগণ ইসলামী আন্দোলন করেছেন। যে সমাজে ইসলাম কায়েম নেই সেখানে ব্যক্তি জীবনেও পুরাপুরি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা অসম্ভব। আর আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমাজ জীবনে কায়েম করার কাজ তো জামায়াতবদ্ধভাবে ছাড়া কিছুতেই করা সম্ভব নয়। নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, মেষের পাল থেকে আলাদা একটি মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে খায়, তেমনি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন এক জন মুসলিম সহজেই শয়তানের খপ্পড়ে পড়ে যায়। তাই জামায়াতবদ্ধ জীবনই ঈমানের প্রাথমিক দাবী।

জামায়াতে ইসলামী কোন্ ধরনের দল

জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দল নয়। ইসলামে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্ব আছে বলেই জামায়াত ধর্মীয় দলের দায়িত্ব পালন করে। রাজনৈতিক শক্তি ছাড়া ইসলামী আইন চালু হতে পারে না বলেই জামায়াত রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করে। সমাজ সেবা ও সামাজিক সংশোধনের এত তাগিদ ইসলাম দিয়েছে বলেই জামায়াত সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কারে মনযোগ দেয়। তাই জামায়াতে ইসলামী একাধারে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দল। এ অর্থেই জামায়াতে ইসলামী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবের পতাকাবাহী।

জামায়াতের আদর্শ

কুরআন ও হাদীসে ইসলামের যে পূর্ণরূপ রয়েছে এর সবটুকুই জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের যে বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন তার সবটুকুর নামই হলো দ্বীন ইসলাম। নবুয়তের ২৩ বছরের জীবনে তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে তার কোন দিক, বিভাগ ও অংশই ইসলামের বাইরে নয়। আল্লাহ্ পাকের প্রেরীত সেই শেষ নবীই জামায়াতের নিকট সুন্দরতম আদর্শ। আর সেই নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) জামায়াতের নিকট উৎকৃষ্টতম আদর্শ।

জামায়াতের বুনিয়াদী আকিদা-বিশ্বাস

- আল্লাহ্ পাকই মানব জাতির একমাত্র রব, বিধানদাতা ও হুকুমকর্তা।
- বিশ্বনবীই (সঃ) মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণ যোগ্য আদর্শ নেতা।
- কুরআন ও সুন্নাহই মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।
- সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) নবীর আনুগত্যের একমাত্র আদর্শ নমুনা।
- ইকামাতে দ্বীনই মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।
- জিহাদই (সংগ্রাম) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের একমাত্র পথ।
- আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তিই মুমিন জীবনের একমাত্র কাম্য।

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে চায় বলেই সংগঠনের মাধ্যমে যোগ্য লোক তৈরী করছে। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করতে হলে এ বিরাট কাজের উপযোগী লোক যোগাড় করতেই হবে। এ লোক আসমান থেকে নাজিল হবে না বা বিদেশ থেকেও আমদানী করা যাবে না। আরবের জাহেলী সমাজ থেকে দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে বিশ্বনবী যেমন লোক যোগাড় করেছিলেন তেমনি জামায়াতে ইসলামী এ দেশের মানুষ থেকেই উপযোগী লোক তৈরী করছে।

জামায়াতের ৩-দফা দাওয়াত

নবীগণ যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন তা হলো ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

"হে দেশবাসী একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন হুকুমকর্তা নেই।" (সূরা আরাফ)

শেষ নবীর এ দাওয়াত যারা কবুল করেছেন তারাই বলেছেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল।"

জামায়াতে ইসলামী ঐ কালেমা তাইয়েবার বিপ্লবী দাওয়াতকে নিম্নরূপ তিনটি দফায় পেশ করছে ঃ

১। দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালাকে একমাত্র ইলাহ্ (হুকুমকর্তা) ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।

২। আপনি যদি সত্যি তা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন।

৩। এ দুটো নীতি অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চাইলে জামায়াতবদ্ধ হয়ে অসৎ ও খোদাবিমুখ লোকদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, খোদাভীরু ও যোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিন

আকুল আবেদন

প্রার্থির চেয়ে দল বড় **দলের চেয়ে বড় দেশ** **আর সবার উর্ধে আল্লাহ্**

আমি **মোঃ আঃ কদ্দুছ তালুকদার** 'সভাপতি' ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন থানা পীরগঞ্জ, রংপুর বলছি—

"আল-হামদুলিল্লাহ' নেতার পরিবর্তন বড় কথা নয়, আমরা চাই নীতির পরিবর্তন। মানুষের তৈরি শাসনতন্ত্র দেশে অশান্তি, শোষণ সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে যার প্রমাণ-৯০ এর গণ আন্দোলন এবং ৯৬ এ অসহযোগ আন্দোলন।

"সব সমস্যার সমাধান দিতে পারেন আল কোরআন।"—এক শাশ্বত সত্য। এ আমাদের দাবী, আমাদের অধিকার—এ দাবী এ অধিকার অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং আপনাদের ভোটে ভবিষ্যতে এ প্রাণের দাবী বাস্তবায়িত হবে—ইনশা আল্লাহ।

অধিকার কেউ দেয়না বরং আদায় করে নিতে হয়। তাই আমরা নির্বাচনে আসতে বাধ্য হয়েছি। বাকীটা আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের পবিত্র ভোটে নির্ভর।

প্রসঙ্গত—একদা ট্রেনে নোয়াখালী হতে রংপুর আসছিলাম মাঝ পথে—চেকার উঠলেন গাড়ীতে। চেক করলেন। ক'জন ধরা পড়লেন—বিনা টিকিটে গাড়ীতে ওঠার অপরাধে। পুলিশ তাদের বেঁধে নিয়ে গেলেন অফিসে। বালাবাহুল্য—তাদের শাস্তিও হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে এক জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন যে, মানুষ যদি তার আমানত ঠিক ঠিক রক্ষা করতেন তবে তাদের কখনও এ বিড়ম্বনা এ দুর্ভোগ সহ্য করতে হত না।

সরকার যে গাড়ীটি লোহার পাতের উপর দিয়ে চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন—মানুষ যদি তার আমানতের প্রতি যত্নশীল হতেন তবে ঐ গাড়ীটি সোনার পাতের উপর দিয়ে চালাতেও এতটা হিমসিম খেত হত না।

ভোট একটি পবিত্র আমানত।

সম্মানিত পীরগঞ্জ বাসী,

আমার আকুল আবেদন এ পবিত্র আমানত এ অধিকার বিচার বিবেচনা পূর্বক যথাযথ পাত্রে প্রয়োগ করুন।

বিঃ দ্রঃ ১। আমি ১৯৭১-৭৬ পর্যন্ত সরলিয়া টি, এম সিনিয়র মাদ্রাসা এবং পরে তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসায় এবং বর্তমানে কুতুবপুর সদরা সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় রত রয়েছি।

২। আমি হিলি জামে মসজিদ ও শানেরহাট ঈদগাহ এবং বর্তমানে তুলারামপুর জামে মসজিদ ও তুলারামপুর ঈদগাহে ইমামরূপে দায়িত্ব পালন রত রয়েছি।

আমার এ সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে সাথী, শুভাকাঙ্খী, স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রী, ধর্মপ্রাণ মুসল্লীবৃন্দ, আত্মীয় স্বজনসহ সম্মানিত পীরগঞ্জ বাসীর প্রতি আমার প্রাণের দাবী আকুল আবেদন যে, আমি নিজে প্রার্থিতা গ্রহণ না করে আমার ভাই **গোলাম মোস্তফার** প্রতি আমার সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

তাই আমার জন্য মননীত ভোটটি প্রার্থির প্রতি না দেখে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সমর্থনে **"মিনার মার্কায়"** প্রদানের জন্য আবারও আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

প্রচারে—

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
B, S, S, L, L, B (Priv)
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

আরজ গুজার

মোঃ আঃ কুদ্দুছ তালুকদার
সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
পীরগঞ্জ, রংপুর।

একতা প্রেস, পলাশবাড়ী।

আকুল আবেদন

প্রার্থির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে বড় দেশ আর সবার উর্ধে আল্লাহ্

আমি মোঃ আঃ কুদ্দুছ তালুকদার 'সভাপতি' ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন থানা পীরগঞ্জ, রংপুর বলছি—

"আল-হামদুলিল্লাহ' নেতার পরিবর্তন বড় কথা নয়, আমরা চাই নীতির পরিবর্তন। মানুষের তৈরি শাসনতন্ত্র দেশে অশান্তি, শোষণ সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে যার প্রমাণ-৯০ এর গণ আন্দোলন এবং ৯৬ এ অসহযোগ আন্দোলন।

"সব সমস্যার সমাধান দিতে পারেন আল কোরআন।"—এক শাশ্বত সত্য। এ আমাদের দাবী, আমাদের অধিকার—এ দাবী এ অধিকার অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং আপনাদের ভোটে ভবিষ্যতে এ প্রাণের দাবী বাস্তবায়িত হবে—ইনশা আল্লাহ।

অধিকার কেউ দেয়না বরং আদায় করে নিতে হয়। তাই আমরা নির্বাচনে আসতে বাধ্য হয়েছি। বাকীটা আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের পবিত্র ভোটে নির্ভর।

প্রসঙ্গত—একদা ট্রেনে নোয়াখালী হতে রংপুর আসছিলাম মাঝ পথে—চেকার উঠলেন গাড়ীতে। চেক করলেন। ক'জন ধরা পড়লেন—বিনা টিকিটে গাড়ীতে ওঠার অপরাধে। পুলিশ তাদের বেঁধে নিয়ে গেলেন অফিসে। বালাবাহুল্য—তাদের শাস্তিও হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে এক জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন যে, মানুষ যদি তার আমানত ঠিক ঠিক রক্ষা করতেন তবে তাদের কখনও এ বিড়ম্বনা এ দুর্ভোগ সহ্য করতে হত না।

সরকার যে গাড়ীটি লোহার পাতের উপর দিয়ে চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন—মানুষ যদি তার আমানতের প্রতি যত্নশীল হতেন তবে ঐ গাড়ীটি সোনার পাতের উপর দিয়ে চালাতেও এতটা হিমসিম খেত হত না।

ভোট একটি পবিত্র আমানত।

সম্মানিত পীরগঞ্জ বাসী,

আমার আকুল আবেদন এ পবিত্র আমানত এ অধিকার বিচার বিবেচনা পূর্বক যথাযথ পাত্রে প্রয়োগ করুন।

বিঃ দ্রঃ ১। আমি ১৯৭১-৭৬ পর্যন্ত সরলিয়া টি, এম সিনিয়র মাদ্রাসা এবং পরে তরফবাজিত দাখিল মাদ্রাসায় এবং বর্তমানে কুতুবপুর সদরা সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় রত রয়েছি।

২। আমি হিলি জামে মসজিদ ও শানেরহাট ঈদগাহ এবং বর্তমানে তুলারামপুর জামে মসজিদ ও তুলারামপুর ঈদগাহে ইমামরূপে দায়িত্ব পালন রত রয়েছি।

আমার এ সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে সাথী, শুভাকাঙ্খী, স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রী, ধর্মপ্রাণ মুসল্লীবৃন্দ, আত্মীয় স্বজনসহ সম্মানিত পীরগঞ্জ বাসীর প্রতি আমার প্রাণের দাবী আকুল আবেদন যে, আমি নিজে প্রার্থিতা গ্রহণ না করে আমার ভাই গোলাম মোস্তফার প্রতি আমার সমর্থন জ্ঞাপন করছি।

তাই আমার জন্য মননীত ভোটটি প্রার্থির প্রতি না দেখে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন সমর্থনে "মিনার মার্কায়" প্রদানের জন্য আবারও আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

প্রচারে—

মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার
B, S, S, L, L, B (Priv)
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

আরজ গুজার

মোঃ আঃ কুদ্দুছ তালুকদার
সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন
পীরগঞ্জ, রংপুর।

একতা প্রেস, পলাশবাড়ী।

ইন্‌কিলাব

—ফররুখ আহমদ

মরু-ঝঞ্ঝার মত উঠে আসে, আসে ইসলামী ইন্‌কিলাব
এ ঝড়ের মুখে মরণ নিদালি কুয়াশা চাদর টানি কি লাভ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

আয় !
হেজাজের ঝড় হেরা গহ্বর হ'তে বিমুক্ত প্রণোচ্ছল
জাগায়ে যারে এ মৃত জনপদ জনতার মন -- পৃথ্বীতল
জ্বালায়ে যারে এ যুগ-সঞ্চিত অত্যাচারের শিলা অটল
জ্বালায়ে যারে এ হতাশার শ্বাস নিরাশা বিলাস অজ্ঞ-বিলাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

আয় ! ১
নির্যাতিতের মৃত্যু শীতের শিয়রে রক্ত দিন-ফাগুন
জালিম দলের পাষাণ ভিতের প্রান্তে বজ্র আয় আগুন
খর তরবার হান্‌রে দুধার ক'রে যা উজাড় বিষের তূণ
কঠিন আঘাতে পিষে যারে সব্ মিথ্যাবাদীর ভীরু প্রলাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

আয় !
আল্ হেলালের পূর্ণ শান্তি উৎপিড়ীতের স্বপ্নসাধ
ভাঙ নিরাশার নিবিড় ভ্রান্তি আলেয়া শিখার রাত অগাধ
নিরাশা শিখরে তুলে ধ'রে ফের নতুন আশার দিশারী-চাঁদ
ঘুচায়ে যাবে এ অমা আঁধারের মরণ-খাদের জমানো পাপ
আয় ইন্‌কিলাব !
আয় ইন্‌কিলাব !

সীরাতুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রাজশাহী মহানগরী শাখার

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা '১২

তাং - ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর, শনি ও রবিবার

সময় : প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে।

স্থান : হেতম খাঁ বড় মসজিদ

কর্মসূচী :

তেলাওয়াত :

প্রথম গ্রুপ : (৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল / মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শ্রেণী)

বিষয় : সূরা ফীল (সম্পূর্ণ)

দ্বিতীয় গ্রুপ : (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল / দাখিল ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী মাদ্রাসা /হাফেজিয়া মাদ্রাসার ছাত্র।)

বিষয় : সূরা আস-সফ্ (৯ থেকে ১৪ আয়াত)

তৃতীয় গ্রুপ : (প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ ব্যতীত সকলের জন্য)

বিষয় : সূরা আহ্‌যাব (৩৫ ও ৩৬ আয়াত)

হামদ-নাত :

প্রথম গ্রুপ : (৩য় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী স্কুল / দাখিল প্রথম থেকে ৪র্থ পর্যন্ত মাদ্রাসা।)

দ্বিতীয় গ্রুপ : (৭ম থেকে ১০ম শ্রেণী স্কুল / দাখিল ৫ম থেকে আলিম পর্যন্ত মাদ্রাসা / হাফেজিয়ার ছাত্র।)

তৃতীয় গ্রুপ : (প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ ব্যতীত সকলের জন্য।)

কবিতা আবৃত্তি (বাংলা) :

প্রথম গ্রুপ : (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল / দাখিল ১ম থেকে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত মাদ্রাসা / হাফেজিয়ায় অধ্যয়নরত।)

বিষয় : "হযরত মুহাম্মদ (সঃ)" —আল মাহমুদ।

দ্বিতীয় গ্রুপ ঃ প্রথম গ্রুপ ছাড়া বাকীদের জন্য।

বিষয় ঃ "ইনকিলাব" —ফররুখ আহমদ।

রচনা ঃ

প্রথম গ্রুপ ঃ (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল / দাখিল ৬ষ্ঠ পর্যন্ত।)

বিষয় ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৈনন্দিন জীবন। শব্দ সংখ্যা ঃ অনূর্ধ ১০০০

দ্বিতীয় গ্রুপ ঃ (কলেজের একাদশ শ্রেণী / মাদ্রাসার আলিম ও ফাজিল শ্রেণী।)

বিষয় ঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি।
শব্দ সংখ্যা ঃ অনূর্ধ ১৫০০।

তৃতীয় গ্রুপ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপ ছাড়া উর্ধতন শ্রেণী ও সর্ব সাধারণ।

বিষয় ঃ আধুনিক সভ্যতার সংকট নিরসনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শ।
শব্দ সংখ্যা ঃ অনূর্ধ ২৫০০।

- **প্রতিযোগিতার নাম ও বিষয় এবং রচনা জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর '৯২ রাত ৮ টা।**

ঠিকানা ঃ অফিস সম্পাদক,
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরী
ই-৪০৮ / হেতম খাঁ (মদীনা লজ)
হেতম খাঁ বড় মসজিদের সামনে)

★ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার প্রধান/বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

★ ছাত্রী/মহিলারা কেবলমাত্র রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন।

০ **১৪ই অক্টোবর '৯২ বুধবার, বিকাল ৪টায় সাহেব বাজার বড় মসজিদ চত্বরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও সীরাতুন্নবী (সঃ) আলোচনা সভা।**

প্রচারে ঃ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, রাজশাহী মহানগরী শাখা।

হযরত মোহাম্মদ

আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক তাঁর ওপর

—আল্ মাহমুদ

গভীর আঁধার কেটে ভেসে ওঠে আলোর গোলক,
সমস্ত পৃথিবী যেন গায়ে মাখে জ্যোতির পরাগ,
তাঁর পদপ্রান্তে লেগে নড়ে ওঠে কালের দোলক
বিশ্বাস নরম হয় আমাদের বিশাল ভূভাগ।

হেরার বিনীত মুখে বেহেস্তের বিচ্ছুরিত স্বেদ
শান্তির সোহাগ যেন তাঁর সেই ললিত আহবান,
তারই করাঘাতে ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ
দুঃখীর সমাজ যেন হয়ে যাবে ফুলের বাগান।

লাত-মানাতের বুকে বিদ্ধ হয় দারুণ শায়ক
যে সব পাষাণ ছিল গঞ্জনার গৌরবে পাথর
একে একে ধ্বসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক
পাথর চৌচির করে ভেসে আসে ঈমানের স্বর।

লান্‌ছিতের আসমানে তিনি যেন সোনালী ঈগল
ডানার আওয়াজে তাঁর কেঁপে ওঠে বন্দীর দুয়ার,
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জাহেলের সামান্য শিকল
আদিগন্ত ভেদ করে চলে সেই আলোর জোয়ার।